বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

পিপেলস্ প্রেসে শ্রীদীননাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

মূল্য ৷৵০ বার আনা।

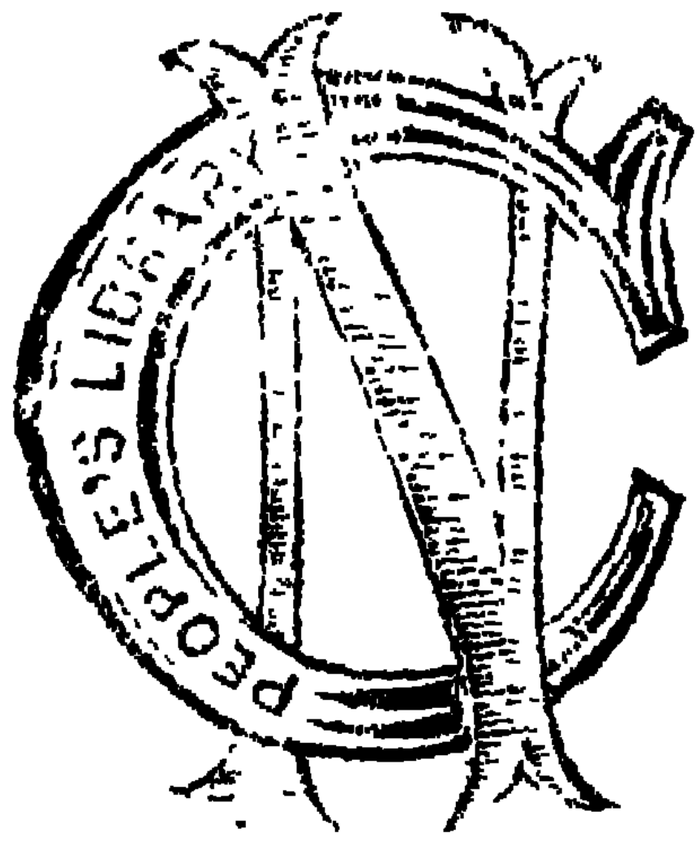

The People's Library, 78, College Street,
CALCUTTA.

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

বড় অদ্ভুত গ্রন্থ—মার্কণ্ডেয় ঠাকুরের এই চণ্ডী খানি। শূকরভোজীদের হাতে সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের রাজা সুরথ অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া বনে যাইতেছিলেন—পথে সমাধি নামক বৈশ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনিও তাঁহার স্ত্রীপুত্রের কাছে অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া একই পথ অনুসরণ করিতেছেন। দুজনেই মেধস ঋষির আশ্রমে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! এত অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়াও আমার রাজ্যের প্রতি এবং বৈশ্যের এমন আদ[illegible] স্ত্রীপুত্রের প্রতি মমতা হইতেছে কেন?"

তখন ঋষি ঠাকুর, একটী দিগ্‌গজ দার্শনিক, উত্তর দিলেন—

"পতিত মমতাবর্ত্তে, মোহ-গর্ত্তে জীব যত
সংসার স্থিতিকারীর মহামায়া প্রভাবতঃ" ১মা৫০

সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন মহামায়াটা কে ?

উত্তর—

নিত্য সে জগত মূর্ত্তি ব্যাপ্ত আছে চরাচর।" ১মা. ৪৭

আবার—

"সেই নিত্যা অভিহিতা, হন আবির্ভূতা যবে
দেবকার্য্য সিদ্ধি তরে, উৎপন্না কহে তবে।" ১মা, ৪৮

তখন এই কথা বুঝাইতে মেধস ঠাকুর কতকগুলি আবাঢ়ে গল্প ছাড়িলেন।

সমস্ত বিশ্ব একার্ণবে পরিণত। ভগবান নিদ্রার শেষ শয্যায় শায়িত। তাঁহার কাণের ময়লা হইতে মধু আর কৈটভ নামক দুই অসুর জন্মিয়া তাঁহার নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মপ্রজাপতিকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তখন প্রাণের দায়ে ব্রহ্মা নিদ্রাদেবীর কাছে মহা কান্না আরম্ভ করিলেন। খোসামুদিটি কেবল হালে প্রচলিত হয় নাই। তিনি নিদ্রাদেবীকে জগৎসংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া স্তব করিলেন, নিদ্রাপ্রিয় বাঙ্গালীর পক্ষে এতদপেক্ষা সুখকর আর কি হইতে পারে ?—দেবী নারায়ণের সর্ব্ব-শরীর হইতে নির্গতা হইলেন। "নিদ্রামুক্ত জগন্নাথ"

দুরাত্মা মধু-কৈটভের সঙ্গে পঞ্চসহস্র বৎসর বাহুযুদ্ধ করিলেন। অসুর দুটা বড় Noble fellows ছিল। যখন দেখিল যে নারায়ণ কিছুতেই কাণ্ডটার কিনারা করিতে পারিতেছেন না, তখন তাহাদের মনে লোকটার প্রতি দয়া হইল। তাহারা বলিল—"আচ্ছা বর লও।" নারায়ণ বলিলেন—"আর কি ছাই বর লইব। আমার বধ্য হও।" একেবারে প্রাণ ধরিয়া টান—তখন অসুর দুটা কিঞ্চিৎ Diplomacy (কূটনীতি) খাটাইয়া বলিল—"জল নাই এমন স্থানে আমাদিগকে বধ কর।" সর্ব্বত্র জল, অতএব হরি নিজ উরুর উপর রাখিয়া তাহাদের মাথা চক্রে কাটিয়া ফেলিলেন। চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্য শেষ হইল।

[দ্বিতীয় মাহাত্ম্য]

অসুররাজ মহিষে এবং দেবরাজ পুরন্দরে শতাব্দ ব্যাপিয়া যুদ্ধ। বলা বাহুল্য, দেবরাজ পরাজিত হইলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের উপাসকেরা যেরূপ Political agitation, বা রাজনৈতিক আন্দোলন অবলম্বন করেন, দেবতারাও তাহাই করিলেন। তাঁহারা এক Deputaion

(দল) বাঁধিয়া ঈশান এবং বিষ্ণুর কাছে গিয়া এক Memorial বা দরখাস্ত করিলেন। গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে, গৃহিণীর সান্নিধ্যে, কেবল আমরা, বাঙ্গালীরা যে মহাতেজস্বী, তাহা নহে—আমাদের দেবতাদেরও তখন তেজ উথলিয়া পড়ে। সকল দেবতাদের অঙ্গ হইতে এক একটি তেজ বিনিঃসৃত হইয়া একটি অতি জাঁকাল তেজের তিলোত্তমা সৃষ্টি হইল। দেবতারা সকলে তাঁহাকে স্ব স্ব অস্ত্র অর্পণ করিলে, তিনি সিংহে চড়িয়া প্রথমে চিক্ষুরাখ্য বিড়ালাখ্য মহাহনু প্রভৃতি মহিষাসুরের Monster সেনাপতিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

[তৃতীয় মাহাত্ম্য]

তাহাদিগকে বধ করিলে খোদ মহিষাসুর যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন, সে সত্য সত্যই একটা প্রকাণ্ড মহিষ—তুণ্ডে, খুরে, লেজে তোলপাড় করিয়া ফেলিল। মহীতল খুরক্ষুণ্ণ করিল, শৃঙ্গেতে উচ্চ অচল ছুড়িয়া মারিল, লেজের বাড়িতে সমুদ্রের সমাক্ জল ডাঙ্গায় ফেলিয়া দিল, শৃঙ্গে মেঘসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। মহিষটা আবার বহুরূপীও সাজিল। মাথা কাটিলে খড়্গপাণি

মহাবীর হইয়া দেখা দিল। তার পর মহাগজমূর্ত্তি ধারণ করিল। তার পর নিজ মহিষমূর্ত্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী একেবারে exhausted বা অবসন্না হইয়া পড়িলেন। হাজার হউক মেয়ে মানুষ। তখন কিঞ্চিৎ Stimulent বা সুরাসেবা করিতে করিতে বলিলেন—

"গর্জ্জ গর্জ্জ মূঢ়! মধু পান করি যতক্ষণ।
তোমাকে বধিলে শীঘ্র গর্জ্জিবেন দেবগণ।" ৩৬

তার পর একেবারে দুর্গোৎসব—

ইহা কহি এক লম্ফে আরোহিয়া ক্রোধাকুল
অসুরে আক্রমি, পদে কণ্ঠে হানিলেন শূল। ৩৭
তখন সে পদাক্রান্ত হ'লে অর্দ্ধ বিনিষ্কৃত
নিজ মুখ হ'তে হলো, দেবীর বীর্য্যে সংবৃত। ৩৮
যুঝিলেক মহাসুর হয়ে অর্দ্ধ বিনির্গত,
অসিতে কাটিয়া শির দেবী করিলেন হত।" ৩৯

দেবতারা তখন খুব নাচ গান করিয়া বাঙ্গালীর Inaugurate বা দুর্গোৎসব প্রচলিত করিলেন।

[চতুর্থ মাহাত্ম্য]

দেবতারা মহা সমরোহে একটি লম্বা চৌড়া Thanks-

giving service বা ধন্যবাদপর্ব্ব সম্পাদন করিলে, দেবী বিপদের সময় দেখা দিবেন বলিয়া পেট ভরিয়া খোসামুদি খাইয়া গা-ঢাকা দিলেন।

[পঞ্চম মাহাত্ম্য]

দেবতাগণের আবার বিপদ। শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই অসুর তাঁহাদিগকে একেবারে বেদখল করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা আবার একটী Monster meeting করিয়া Resolution (প্রতিজ্ঞা) করিলেন যে, এবার আর ঈশান বিষ্ণুর কাছে একেবারে Directly না গিয়া সেই বিষ্ণুমায়া ঠাকুরাণীর কাছে যাইবেন। নাগেশ্বর হিমাচলে—তখনও সিমলা দার্জ্জিলিঙ্গ তবে ছিল—Her Excellency বা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা আর একটী দীর্ঘ Memorial বা দরখাস্ত পাঠ করিলেন। এইটী আমাদের খাটি দরবা'রে ধরণের—আগা গোড়া খোসামুদি ও সেলাম। "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ" —খোসামুদিটা অমোঘ অস্ত্র, কখনও বিফল হয় না। কবিরা যে রমণীগণকে ভুজঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন, কথাটা নিতান্ত কবি-কল্পনা নহে। দেবী আপ-

মার দেহ-কোষ হইতে কালিকা ঠাকুরাণীকে বিনিঃসৃত করিয়া বেদখল দেবতাদিগকে দখল দেওয়াইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি একটুকু Humourous Procedure বা রসিকা কার্য্যপ্রণালী করিলেন। কালোরূপে হিমাচলটা আলো করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিয়া চণ্ড মুণ্ডের মুণ্ড ঘুরিল। তাহারা যাইয়া শুম্ভকে বলিল—

" প্রভো, তোমরা দেবতাদের—

" এরূপে সমস্ত রত্ন করিয়াছ আহরণ,
কল্যাণী স্ত্রীরত্ন কেন কর না তবে গ্রহণ ?" ৫৩

" স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি "—শুম্ভ তাহা জানিতেন। প্রীতিতে মেয়ে মানুষকে আনিতে সুগ্রীব দূতকে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুরাণীটি রসিকা। তিনি বলিলেন—কথাটা ঠিক। শুম্ভ ও নিশুম্ভ এমন বীর্য্যবান্‌ই বটে। কিন্তু পূর্ব্বে অত্যল্পবুদ্ধিহেতু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—

" যে আমাকে জিনে রণে, করে দর্প চূর্ণ মম,
যে আমার প্রতিযোগী—ভর্ত্তা হবে সেই জন।" ৬৯

শুম্ভ নিশুম্ভের সঙ্গে লড়াই। সুগ্রীব বুঝিল মেয়ে মানুষটা পাগল। সে তখন কিঞ্চিৎ গরম হইয়া ধমকাইল।

মিষ্টি মুখে না যান, ত চুলে ধরিয়া নিবে। কিন্তু ঠাকুরাণীটি তাহাতে টলিলেন না।

[ষষ্ঠ মাহাত্ম্য]

শুম্ভ শুনিয়া চটিয়া লাল। ধূম্রলোচনকে ডাকিয়া বলিলেন—

" হে ধূম্রলোচন! তুমি বেষ্টিত স্বসৈন্যগণে
আন বলে সে দুষ্টাকে বিহ্বলা কেশাকর্ষণে। ৩
পরিত্রাণকারী তার থাকে যদি কোন জন,
হউক অমর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব—করি' হনন।" ৪

তখন ধূম্রলোচন দেবীর কাছে গিয়া কহিল—" ওগো ভাল মানুসের মেয়ে!—

" প্রীতিতে প্রভুর কাছে না যাও যদি, অবলা,
নিব তবে ধরি বলে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা।" ৭

দেবী বলিলেন, তাহা হইলে নাচার—

" বলে যদি নেও তুমি, কি আর করিব আমি।" ৮

ধরিতে হাত বাড়াইবামাত্র ধূম্রলোচন এক হুঙ্কারে ধূম্র হইয়া গেল। তখন দেবীর সিংহ মহাত্মাও যথেষ্ট-

রূপে উদরপূরণ করিলেন। শুনিয়া প্রস্ফুরিতাধর শুম্ভ চণ্ড মুণ্ডকে হুকুম দিলেন—“সিংহটাকে মারিয়া স্ত্রীলোকটাকে চুলে ধরিয়া আন।” বামাঙ্গিনীদের চিরকালই চুল লইয়া দুর্গতি।

[সপ্তম মাহাত্ম্য]

চণ্ড মুণ্ড আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল। তখন

“ অম্বিকা করিলা অতি কোপ অরিগণ প্রতি,
ক্রোধে মসীবর্ণ মুখ হইল ভীষণ অতি। ৪
ললাট-ফলক হ'তে ভ্রূকুটি-কুটিলাননী
করালবদনা কালী জন্মিলা অসিপাশিনী। ৫
চিতাকাষ্ঠ করে ধরি, নরমালা বিভূষণা,
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানা শুষ্ক মাংস বিভীষণা। ৬
কি ভীষণ লোল জিহ্বা কিবা মুখ বিস্তারিত,
নিমগ্ন রক্ত নয়ন দিঙ্মুখ নাদে পূরিত। ৭

ইনি মাহুত ও যোধঘণ্টাসমন্বিত আস্ত হাতীগুলো গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শুধু তাহা নহে, হাতি তবু গাঁদা—কাঠের রথগুলো পর্য্যন্ত খাইতে লাগিলেন।

অতএব চণ্ড মুণ্ডের ভবলীলা শীঘ্র শেষ হইল। তিনি তাহাদের মুণ্ড লইয়া কল্যাণী চণ্ডিকাকে উপঢৌকন দিলে, চণ্ডিকা তাঁহাকে চামুণ্ডা Title বা উপাধি দিলেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টও যদি রাজ্যশূন্য ব্যক্তিগণকে রাজা ও রাণী উপাধি না দিয়া চামুণ্ড ও চামুণ্ডা উপাধি দেন, তাহা হইলে, উপাধিটী উভয়বিধ অর্থ ও শাস্ত্রসঙ্গত হয়।

[অষ্টম মাহাত্ম্য]

শুম্ভ তখন নানাজাতীয় বিকৃতনামা দৈত্য-সৈন্য-সহ রক্তবীজকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। এমন সময় আবার দেবী-দেহ হইতে "শতশিবা নিনাদিনী" আর এক সংস্করণ নির্গত হইল। নাম শিবদূতী। তখন দেবতাদের শরীর হইতেও ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী নির্গত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংস্করণ প্রসবে রক্তবীজ দেবতাদের অপেক্ষাও পটু। তাহার এক একটী রক্তবিন্দু ভূমিতে পড়িলে এক একটি রক্তবীজ জন্মায়। বড় বিভ্রাটের কথা। তখন এ বন্দবস্ত হইল যে, রক্ত মাটিতে না পড়িতে কালীঠাকুরাণী গিলিয়া ফেলিবেন। চণ্ডিকা এইরূপে এই পৌরাণিক পুরুভুজকে ধ্বংশ করিলেন।

দ্বিতীয়তঃ—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।"

আবার—

"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব।"

গীতার এ সকল মহদ্বাক্য স্মরণ করিয়া চণ্ডীর প্রথম, পঞ্চম ও একাদশ মাহাত্ম্যের সুললিত অমৃতস্যন্দিনী স্তবমালা পাঠ কর, এবং গীতার দশম অধ্যায়ের বিভূতি-যোগ, একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপের স্তবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ। গীতার উপর্য্যুক্ত জটিল দার্শনিক তত্ত্বটি চণ্ডীকার তিনটি দীর্ঘ স্তবের দ্বারা জলের মত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গীতার সেই—

"প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।"

আর চণ্ডীর—

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।"

গীতায় সেই—

"নমো নমস্তেঽস্তুসহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।"

আর চণ্ডীর—

"যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ ১৪ নমস্তস্যৈ ১৫ নমস্তস্যৈ নমো-
নমঃ ॥ ১৬

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ ১৭ নমস্তস্যৈ ১৮ নমস্তস্যৈ নমো-
নমঃ ॥" ১৯

আবার—

"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽ-
স্তুতে ॥" ২৪

গীতার সেই—

"কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।"

আর চণ্ডীর—

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গং গৃহীতে পরমায়ূধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোহস্তুতে॥ ১১ মা, ১৬

এখন বুঝিলে কি চণ্ডীখানি গীতার কয়েকটী সূক্ষ্ম-তত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যা মাত্র। স্থূলবুদ্ধি লোকের জন্যে—জগতে তাহাদের সংখ্যাই অধিক—এরূপ আষাঢ়ে গল্পের দ্বারা জটীল তত্ত্বের স্থূল ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বেলা হইল—এখন আমায় বিদায় দেও।

আমি বলিলাম কিছুই হইল না। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইল কই? এই দেখ শাস্ত্রপ্রকরণের তর্কভূষণ মহাশয় কি বলিতেছেন—"অন্য পার্থিব পদার্থের সাহায্য ব্যতি-রেকে, তখন (অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে) কত শত গৃহস্থ কেবল দেবীমাহাত্ম্যের কৃপায়, ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে

পরিত্রাণ পাইত, তাহা গণিয়া উঠা যায় না। আর অদ্য সভ্যতাভিমানী হিন্দু, দেবীমাহাত্ম্য কাহাকে বলে জানেন না—মায়ের সন্তান হইয়া মায়ের পরিচয় জানেন না, ও জানিতে ইচ্ছা করেন না। হিন্দু বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু হিন্দু কাহাকে বলে বুঝেন না। দুঃখে পড়িলে, কাঁদিয়া দিন কাটাইবেন, তবু একবার সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী জননীকে ডাকিবেন না। না ডাকিবার কারণ আর কিছুই নহে, ইহা ইংরেজী স্কুলে পঠিত হয় না—সাহেবী রুচির বিমল জলে ইহার কোন পংক্তিই ধৌত নহে।"

পাঠ সমাপন করিয়া বলিলাম—"তোমার এই সাহেবী রুচির বিমল জলে ধৌত" অর্থ করিয়া চণ্ডী পাঠ করিলে কি কেহ "ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?"

ভিন্দিপাল ঠাকুর তখন তিন গ্রাম ব্যাপিয়া সপ্তস্বরে একটি Sartor Resartor গোছের হাসি আরম্ভ করিলেন। নানাবিধ মূর্চ্ছনা খেলিয়া হাসি প্রায় ১৫ মিনিট পরে শেষ হইলে, বেল্লিকটা বলিল—"কথাটা ঠিক। হিন্দু কাহাকে বলে বুঝি না? হিন্দু তর্কভূষণ মহাশয় কোন্ অভিধানে পাইয়াছেন, কোন্ ব্যাকরণ মতে হিন্দু শব্দ

[নবম মাহাত্ম্য]

খবর শুনিয়া শুম্ভ নিশুম্ভ অতুল কোপ করিলেন! দেবতারা দেবীকে In anticipation of জয়—বা জয় হইবার পূর্ব্বেই জয়া উপাধি দিলেন। ভরসা করি উপাধিব্যাধিগ্রস্তেরা এই নূতন প্রণালীটী গবর্ণমেণ্টের গোচর করাইবেন। চণ্ডিকা শূলে নিশুম্ভের বুক বিদ্ধ করিলে—

" শূল-ভিন্ন বক্ষ হ'তে জনমি' পুরুষ আর—
মহাবল মহাবীর্য্য কহে ' তিষ্ঠ ' বারংবার।" ৩৩

দেবী সেই " নিষ্ক্রান্ত ও শব্দান্বিত শির " কাটিয়া ফেলিলে আর পাঁচ ঠাকুরাণীরা মিলিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিলেন।

[দশম মাহাত্ম্য]

শুম্ভ তখন বলিল যুদ্ধটা কিছু Unfair (অন্যায়) হইতেছে—

" বলোন্মত্তা দুষ্টে ! দুর্গে ! হইও না গরবিণী।
অন্য বলাশ্রয়ে তুমি যুঝিছ অভিমানিনী। ২

দেবী একটু Diplomacy বা কূটনীতি খাটাইয়া বলিলেন—" বা! অন্য বল কোথায় ?—

" এ জগতে একা আমি, কে মম দ্বিতীয় আর ?
আমাতে পশিছে দেখ বিভূতিচয় আমার।" ৩

তখন ঠাকুরাণীরা সকলে গা-ঢাকা দিলেন। দেবী শূলের দ্বারা শুম্ভেরও বক্ষ বিদীর্ণ করিলে—

" মরিল সে পড়ি ভূমে—দেবী-শূলাগ্র-বিক্ষত।
কাঁপিল সকল পৃথী সসিন্ধু দ্বীপ-পর্ব্বত। ২৩
হত হ'লে দুরাত্মন্ প্রসন্ন হইল ভব।
জগত লভিল স্বাস্থ্য, নির্ম্মল হইল নভ। ২৪
উল্কা সহ মেঘোৎপাত হ'ল সব প্রশমিত,
নিরাপদ নদী পথ হইলে সে নিপাতিত। ২৫
বহিল পুণ্য-বাতাস, সুখপ্রস্ত আখণ্ডল,
জ্বলিল শান্ত অনল, শান্ত দিক্ কোলাহল। ২৭

বাপ! কি কাণ্ডখানা! বলা বাহুল্য যে ভীরু দেবতা-গুলো তখন খুব নাচ গান আরম্ভ করিল। তাঁহারা যুদ্ধ কার্য্য গৃহিনীদের দ্বারা নির্ব্বাহ করাইতেনই, নাচ বাদ্য-টাও গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার উপর বরাদ্দ ছিল। আমাদের মত সে শ্রমটুকুও তাঁহারা নিজে স্বীকার করিতেন না।

[একাদশ মাহাত্ম্য]

তার পর দেবতারা সকলে মিলিয়া আর একটী লম্বা চৌড়া Thanks giving service বা ধন্যবাদপর্ব্ব নির্ব্বাহ করিলেন। এই কাপুরুষ দেবতারা একটা মুস্‌কিলে পড়িলেই দেবী নানা বিকট অদ্ভুত রূপ ধরিয়া তাহাদের রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতা হইলেন।

[দ্বাদশ মাহাত্ম্য]

শুধু তাহা নহে। দেবী তাহার পর একটী দীর্ঘ বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহার উপর্য্যুক্ত চরিতাবলী পাঠের যেরূপ ফল ব্যাখ্যা করিলেন তাহার কাছে হল্‌ওয়ের বটিকা কোথায় লাগে? সকল রোগ ত প্রশমিত হইবেই, তাহা ছাড়া ভূভারতে এমন কিছু নাই, যাহা উহার দ্বারা পাওয়া যাইবে না। ইহা কহিয়া তিনি চলিয়া গেলে, দেবতারা অবশিষ্ট অসুরগণকে পাতালে প্রেরণ করিয়া—তখনও Transportation ছিল—আপন আপন অধিকার দখল করিলেন।

মেধস ঋষি কহিলেন—

" এইরূপে ভগবতী পুনঃ পুনঃ সর্ব্বক্ষণ
জগত-পালন তরে লভেন, ভূপ! জনম।
বিশ্বের প্রসূতি তিনি, তাঁহাতে বিশ্ব মোহিত,
করেন পূজিতা হ'লে জ্ঞানোন্নতি প্রদানিত।
মহামারী স্বরূপেতে মহাকালী চরাচর
করেন সকল ব্যাপ্ত মহা কালে নৃপবর।
তিনি কালে মহামারী, তিনি সৃষ্টিপ্রসবিনী,
রক্ষেন সকল ভূত কালে সেই সনাতনী।
নরের উন্নতি-কালে লক্ষ্মী-বৃদ্ধি-প্রদায়িনী।
বিনাশ সময়ে তথা অলক্ষ্মী ধ্বংশকারিণী।
পুষ্প, ধূপ গন্ধাদিতে করিলে পূজা তাঁহার,
প্রদানেন বিত্ত পুত্র, ধর্ম্মমতি শুভ আর।" ৩৫—৪১

বেশ কথা! কিন্তু দুর্গাপূজার সময়ে যে মহিষাসুরের এবং অজাসুরের গরিব বাছাদিগকে সবংশে বিনাশ করা হয়, কই তাহার ত কোনও বিধান এখানে নাই। উপরে একস্থানে পশু কথাটা আছে বটে, তেমন আর এক স্থানে চণ্ডমুণ্ডকে "মহাপশু" বলা হইয়াছে। পশুহননের কথা কোথাও নাই।

[ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য]

এই সকল গল্প শুনিয়া সুরথ রাজা আর বৈশ্যবর—

" দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি পুলিনে স্থজি উভয়ে,
দেবী সূক্ত জপি' তপে রহিলেন লীন হ'য়ে।
কভু মিতাহার করি, কভু নিরাহার-ব্রত
সাধি' থাকিলেন তাঁর ধ্যানে মগ্ন অবিরত।
পুষ্প-ধূপ-হোম-দানে করিলেন পূজা তাঁর
স্ব স্ব দেহজাত রক্ত দিয়া বলি-উপহার।" ১৩মা, ১৪

ও হরি! তবে 'বলি' শব্দের অর্থ অজ ও মহিষ মুণ্ডচ্ছেদন নহে? আর আমরা কি "নিজ গাত্ররক্তের" পরিবর্ত্তে পাঁঠার রক্ত দিয়া থাকি? এই সমশ্রেণীকতা তবে অজপুত্রদের গৌরবের বিষয়।

সুরথ রাজা ইহজন্মে নিজ রাজ্য ও অন্য জন্মে অক্ষয় রাজ্য চাহিলেন, আর—

" দুঃখিত মানসে বৈশ্য মাগিলেন বরদান
আমার কি? আমি কিবা? আশক্তি নাশক জ্ঞান।" ১১

রাজজাতীয় লোকগুলা কি চিরকালই ঘোরতর স্বার্থ-পরায়ণ? দেবী উভয়কে বর দিয়া চলিয়া গেলেন। সুরথ অন্য জন্মে সাবর্ণি মনু হইলেন। চণ্ডীমাহাত্ম্য এখানে শেষ হইল।

এখন কথাটা হইতেছে, মার্কণ্ডেয় ঠাকুর যে নিতান্ত পঞ্জিকা দেবীর সেবক ছিলেন, চণ্ডীখানি পড়িয়াও এমন বোধ হয় না। তিনি স্থানে স্থানে অতি উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব ও দার্শনিকত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাসলেখকের ন্যায়ও একটি গল্প ছাঁদিতে পারিতেন না, এমনও বোধ হয় না। তবে এরূপ আষাঢ়ে-গল্প লিখিলেন কেন! ইহার ভিতর কি আর কোন অর্থ আছে? আজ কালের দিনে যাঁহারা পুরাতন শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যবসায় করিতেছেন, মনে করিলাম তাঁহাদের কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইব। এমন সময়ে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি উপস্থিত, আমি মেজাজটি পঞ্চমে চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কে?" সে মেজাজটী একেবারে সপ্তমে তুলিয়া উত্তর করিল—"মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী—উপাধি তর্কতিদিপাল।"

প্র। মহাশয়ের নিবাস?

উ। আপাততঃ তোমার বাড়ীতে।

প্র। প্রয়োজন?

উ। ভিক্ষা।

আমার হার হইল। আমি ক্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

ব্রা। তোমার সঙ্গে ৺ শ্রীমান্ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আলাপ আছে?

উ। যৎকিঞ্চিৎ।

ব্রা। আমি তাহার নাতি।

আমি মনে করিলাম, সে ত আফিমখোর—এ গুলি-খোর না হইয়া যায় না। তখন একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভিন্দিপাল ঠাকুর! চণ্ডী আপনার পড়া আছে?"

গম্ভীর স্বরে উত্তর হইল—"শর্ম্মার পড়া না থাকে, এ ভূভারতে কোন্ মূর্খের পড়া আছে?

আ। ভাল ভাল, অন্য মূর্খের পড়া না থাকুক, আপনার থাকিলেই হইল। আচ্ছা ঠাকুর! এসব আষাঢ়ে গল্পের অর্থ কি?

ব্রা। বানর হইতে মানুষ জন্মিয়াছে। উহা কি আষাঢ়ে গল্প নহে ?

আ। উহা যে Theory of evolution—বিবর্ত্তনবাদ।

ব্রা। বাপু হে! ইহাও সেই বিবর্ত্তন, আবর্ত্তন, সংবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনবাদ।

একথা কয়টি পাষণ্ড এমনি সুরুচিবিরুদ্ধ মুখভঙ্গির সহিত ও হাত নাড়া দিয়া বলিল যে আমি তাহাতে কষ্টই চটিলাম। বলিলাম—" সাবধান ঠাকুর, বেয়াদপি কর ত তাড়াইয়া দিব।"

ব্রা। মূর্খে সর্ব্বত্র পণ্ডিতকে তাড়াইয়া দিয়া থাকে। তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু কথাটা আগে শুন। দশ অবতার বাদের মূলে যে বিবর্ত্তনবাদ রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ ?

আ। শুনিয়াছি।

ব্রা। চণ্ডীর মূলেও তাই। তুমি গীতা পড়িয়াছ ?

আ। এই গীতা যুগে কেমন করিয়া বলিব পড়ি নাই ?

ব্যা। তবে একবার গীতার সৃষ্টিপ্রকরণটা মনে কর—

"কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূত আমার প্রকৃতি পায়।
কল্পারম্ভে তাহাদের সৃজি আমি পুনরায়। ৭
অবলম্বি' স্ব প্রকৃতি সৃজি আমি বারম্বার।
প্রকৃতি-বশে অবশ অখিল ভূতসংসার। ৮
সেই সব কর্ম্মে বদ্ধ নহি আমি, হে ভারত!
অনাসক্ত সেই কর্ম্মে থাকি উদাসীন মত। ৯
প্রকৃতি অধ্যক্ষে মম সৃজে এই চরাচর।
এই হেতু জগতের বিপর্য্যয় বীরবর।" ১০

এখন চণ্ডীর প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ।

"বিশ্ব একার্ণব করি যখন শেষে শয়ান
ভজিলেন যোগনিদ্রা কল্প-অন্তে ভগবান্, ৪৯
বিখ্যাত মধু-কৈটভ তখন অসুর দ্বয়,
বিষ্ণু-কর্ণ-মলে জন্মি' ব্রহ্মা বধোদ্যত হয়। ৫০
বিষ্ণু-নাভিপদ্মোস্থিত সেই ব্রহ্মা প্রজাপতি
দেখিলা অসুর উগ্র, জনার্দ্দন সুপ্ত অতি। ৫১
স্তুতিলা যোগনিদ্রায় হরি-নেত্র-নিবাসিনী
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, স্থিতি-সংহার-কারিণী, ৫২

বিষ্ণুর তেজে অতুলা নিদ্রাদেবী ভগবতী,
হরির চেতনা তরে এক চিত্তে প্রজাপতি।" ৫৩

অহো কি মহাদৃশ্য! কল্পারম্ভে সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান স্বপ্রকৃতি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিবশে অবশ হইয়া অখিল-সংসার সৃষ্টি করিতেছেন। জল পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্ব একার্ণব—ঐশশক্তি সেই অনন্ত সলিল ব্যাপিয়া বিরাজিত। ভগবান্ অনন্ত শয্যায় শয়িত—তিনি "প্রকৃতির বশে অবশ" বা যোগনিদ্রাগত উদাসীন!

"জন্মে সত্ত্ব রজ তমে করি পার্থ! অভিভূত,
রজ—সত্ত্ব তমে; তম—সত্ত্ব রজে কুন্তিসুত।

গীতা ১৪অ-১০

ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছে। ব্রহ্মা বা রজোগুণ তাঁহার নাভিপদ্মস্থিত। কিন্তু সমুদ্রমন্থনে বা বিবর্ত্তনে মধু ও কৈটভ, সত্ত্ব ও তম, অমৃত ও বিষ, অয়জান ও জলজান সমুৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা প্রবল। তাহাদিগকে অভিভূত করিতে না পারিলে রজঃশক্তির কার্য্য হইতে পারে না—সৃষ্টিকার্য্য অগ্রসর হইতে

পারিতেছে না। ভগবান প্রকৃতির বশে অবশ বা নিদ্রা-গত। ব্রহ্মা প্রকৃতির স্তুতি করিলেন। ভগবান সেই নিদ্রামুক্ত হইয়া মধুকৈটভরূপী সত্ত্ব ও তমঃ গুণকে অভিভূত করিলেন। তখন সৃষ্টিকার্য্য রজোগুণের দ্বারা অপ্রতিহত ভাবে চলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সলিলে মৎস্য, কর্দ্দমে কূর্ম্ম ও পরে কর্দ্দম দৃঢ়ীভূত হইয়া অরণ্যময় হইলে, বরাহ সৃষ্টি হইল। চণ্ডীকার কেবল চিক্ষুরাখ্য বিড়ালাখ্য মহাহনূ প্রভৃতি রাক্ষস সৃষ্টির দ্বারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সৃষ্টির এই তিন যুগের পর একবারে চতুর্থ যুগে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চণ্ডীর মহিষাসুর অবতারবাদের নরসিংহ—নিম্নার্দ্ধ পশু, উপরি অর্দ্ধ নর। বানর হইতে বা পশু হইতে মানুষের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

তাহার পর একদিকে বামন ও পরশুরাম, অন্যদিকে নিশুম্ভ শুম্ভ। দেহ মানবের, হৃদয় পশুর। বিবর্ত্তন-নীতিতে ক্রমে পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি হইল। বর্ত্তমান যুগ আরম্ভ হইল। চণ্ডী এখানে শেষ হইয়াছে।

এখন বুঝিলে বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব, অনেক সময়ে আষাঢ়ে গল্প। চণ্ডীকার এরূপ গল্পের দ্বারা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও বিবর্ত্তন-

বাদ বুঝাইতে বুঝাইতে Illustration বা উদাহরণের দ্বারা গীতার আরও কয়েকটি মহান্ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। দুটীর উল্লেখ করিব। ভগবানের সেই মহদ্বাক্য স্মরণ কর—

যখন যখন ঘটে, ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ। গীতা, ৪অ, ৭।৮

চণ্ডীতে দেখি দুষ্কৃত দানবেরা সাধু দেবতাদিগের নিগ্রহ করিলে ভগবানের প্রকৃতি 'মহামায়া' রূপে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের বিনাশসাধন করিতেছেন। গীতায় ভগবানের ভাষা যাহা, চণ্ডীতে ভগবতীর ভাষাও তাহা—

"এরূপে দানবগণ ঘটাবে বাধা যখন,
অবতীর্ণা হ'য়ে আমি বিনাশিব শত্রুগণ।" ৫০

প্রতিপন্ন করিয়া তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন, তাহা বুঝা বড় সহজ নহে। যবনবিপ্লব হইতে তর্কভূষণ মহাশয়েরা হিন্দুনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুনিয়াছি যাবনিক ভাষায় তাহার অর্থ গোলাম। তর্কভূষণ মহাশয়েরা ধর্ম্মগ্রন্থের এরূপ "ভয়ঙ্কর বিপদভঞ্জন" অর্থ করিয়াই আজ পুণ্যভূমি আর্য্যস্থানকে, হিন্দুস্থান বা গোলামের স্থান এবং সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বা গোলামের ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছেন।"

একজন মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রব্যাখ্যাকারকের নিগূঢ় অর্থপূর্ণ কথার প্রতি এরূপ শ্লেষ শুনিয়া আমি ভয়ঙ্কর চটিয়া বলিলাম—"ঠাকুর আমি তোমাকে কিছুই দিব না।" বেল্লিকটা বলিল—"না দেও ক্ষতি নাই। আমার ব্যাখ্যাটি ছাপাইব।"

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডী।

প্রথম মাহাত্ম্য।

ওঁ নমোশ্চণ্ডিকায়ৈ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্গদতো মম॥ ১॥

চণ্ডীকাকে নমস্কার।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,

সাবর্ণি সূর্য্যতনয়, অষ্টমমনু কথিত।
তাহার উৎপত্তি শুন মম মুখে বিস্তারিত। ১

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ ॥ ২ ॥
স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৩ ॥
তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্ ।
বভুবুঃ শাত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥ ৪ ॥
তস্য তৈরভবদ্যুদ্ধমতি প্রবলদণ্ডিনঃ ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জ্জিতঃ॥ ৫॥

মহামায়া প্রভাবেতে যথা মন্বন্তরপতি
হইলা মহাভাগ, সাবর্ণি সূর্য্য সন্ততি । ২
চৈত্র-বংশ সমুদ্ভূত স্বারোচিষ মন্বন্তরে
আছিল সুরথ রাজা সমস্ত অবনী পরে । ৩
সম্যক প্রজাপালক ঔরস পুত্রের মত
ভূপতির ছিল শত্রু কোলা* বিধ্বংসীরা যত । ৪
সে প্রবল দণ্ডী সহ হলো তাহাদের রণ.
ন্যূন হয়ে তবু জয়ী হলো কোলধ্বংসীগণ । ৫

* কোলা—শূকরী ।

ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥৬॥
অমাত্যৈর্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥ ৭ ॥
ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥ ৮ ॥
স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দ্বিজবৈর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতং ॥৯॥

হইলে স্বপুরে আসি নিজ দেশ অধিপতি,
আক্রান্ত সে অরিগণে হইলেন মহামতি। ৬
স্বপুরেও বলি দুষ্ট দুরাত্মা অমাত্য যত,
করিল সে দুর্ব্বলের ধন বল অপহৃত। ৭
তখন মৃগয়াছলে হৃতরাজ্য নৃপবর
পশিলা গহন বনে অশ্বপৃষ্ঠে একেশ্বর। ৮
দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধসের, দেখিলেন পুণ্যাশ্রম
প্রশান্ত, শ্বাপদপূর্ণ, মুনি শিষ্যে সুশোভন। ৯

তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্মুনিবরাশ্রমে ॥ ১০ ॥

সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র
র্মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ।
মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং
ময়া হীনং পুরং হি তৎ ॥ ১১ ॥
মদ্‌ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্দ্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা ।
ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ ।
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে১২

থাকি কিছুকাল তথা সৎকার করি গ্রহণ
সেই মুনিবরাশ্রমে, ইতস্তত বিচরণ ১০
করিয়া, চিন্তিলা তবে হইয়া মমত্বাধীন—
পূর্ব্ব পুরুষের পুর আমি করিলাম হীন। ১১
ধর্ম্মতঃ পালিছে কিনা অসদ্বৃত্ত ভৃত্যগণ
নাহি জানি, সে প্রধান সদা মদহস্তি মম
মম বৈরি বশে গিয়া কি ভোগ পায় এখন। ১২

যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাং॥১৩॥
অসম্যগ্ব্যয়শীলৈস্তৈঃ
কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ং ।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন
ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ১৫ ॥
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ।
স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ ।

প্রসাদে, ধনে, ভোজনে ছিল যারা অনুচর
তারা সেবিতেছে অদ্য ধ্রুব অন্য নৃপবর। ১৩
অসম্যগ্ব্যয়শীল সতত করিয়া ব্যয়,
সে অতি দুঃখে সঞ্চিত কোষ করিতেছে ক্ষয়। ১৪
নৃপতি চিন্তিলা সদা এরূপ নানা বিষয়। ১৫
বিপ্রাশ্রম কাছে করি বৈশ্য এক দরশন
জিজ্ঞাসিলা—"কেহে তুমি? কোন হেতু আগমন?

সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥১৬॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতং ।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপং॥১৭॥

বৈশ্য উবাচ ।

সমাধির্নামবৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে ।
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥ ১৮ ॥
বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনং ।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাত্মবন্ধুভিঃ ॥ ১৯ ॥

কিহেতু সশোক আর দুর্ম্মনা করি দর্শন ? ১৬
ভূপতির প্রীতি মাখা শুনিয়া বচন চয়,
নৃপতিকে সেই বৈশ্য উত্তরিল সবিনয় । ১৭

বৈশ্য কহিলেন,

সমাধি নামক বৈশ্য ধনিকুলে উপস্থিত,
ধন-লোভি দুষ্টপুত্র দারাহস্তে নিগৃহীত । ১৮
হয়ে ধনদারাহীন, হৃত-ধন পুত্রগণে,
নিরস্ত বন্ধুর হস্তে, দুঃখী আসিয়াছি বনে । ১৯

সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাং।
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাপাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥ ২০ ॥
কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতং।
কথন্তে কিন্নু সদ্বৃত্তা দুর্ব্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ॥ ২১

রাজোবাচ।

যৈর্নিরস্তোভবান্ লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসং ॥ ২২ ॥

বৈশ্য উবাচ।

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ।

নাহি জানি পুত্রদের কুশল ও অকুশল,
না জানি কেমন আছে স্বজন দারা সকল। ২০
মঙ্গল কি অমঙ্গল তাদের গৃহে এখন,
সদ্বৃত্ত দুর্ব্বৃত্ত কিবা হইয়াছে পুত্র গণ। ২১

রাজা কহিলেন,

ধনলুব্ধ যে স্ত্রী পুত্রে নিরস্ত তুমি এমন,
তাহাদের প্রতি কেন স্নেহবদ্ধ কর মন ?। ২২

কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥২৩॥
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দিতেষ্বেব মে মনঃ ॥ ২৪ ॥
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু ॥ ২৫ ॥
তেষাং কৃতে মে নিশ্বাসাদ্দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে।
করোমি কিং যন্নমনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরং ॥২৬॥

বৈশ্য কহিলেন,

তাই বটে, কহিলেন আপনি কথা যেমন,
কি করিব নিষ্ঠুর ত নাহি হয় মম মন। ২৩
তাজি পিতৃ পতি স্নেহ যেই ধনলুব্ধ গণ
পাঠায়েছে বনে, স্নেহ তাহাদেরে করে মন। ২৪
জানিয়াও মহামতি! আমি কি তা নাহি জানি,
হইতেছি যে প্রেমাসক্ত বিগুণ বন্ধুতে আমি। ২৫
নিশ্বাস তাদের তরে বহিছে করি দুর্ম্মন,
কি করি তাদের স্নেহে নিষ্ঠুর না হয় মন। ২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ।
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥২৭॥
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হন্তেন সম্বিদং।
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ ॥২৮॥

রাজোবাচ।

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ততাং বিনা ॥২৯॥

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,

তখন, হে বিপ্র! হ'লো মুনি কাছে উপস্থিত
সুরথ নৃপসত্তম, সমাধি বৈশ্য সহিত। ২৭
উভয়েতে যথাবিধি করি পূজা সম্ভাষণ.
বসিয়া বৈশ্য পার্থিব করিলেন নিবেদন। ২৮

রাজা কহিলেন।

ভগবন! ইচ্ছা মম জিজ্ঞাসি এক বচন,
চিত্ত আয়ত্ত তা বিনা যাহাতে দুঃখিত মন, ২৯

মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি ।
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ॥৩০॥
অয়ঞ্চনিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ ।
স্বজনেন চ সংত্যক্তস্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি ॥৩১॥
এবমেষ তথাঽঽঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥ ৩২ ॥
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহজ্ঞানিনোরপি ।
মম্মাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥ ৩৩ ॥

জানিয়া অজ্ঞানী মত অখিল রাজ্যাঙ্গে মম
কি হেতু মমতা মম হতেছে, মুনিসত্তম ? ৩০
ইনিও স্ত্রী পুত্র ভৃত্যে হয়ে গৃহ নির্ব্বাসিত—
স্বজনে সংত্যক্ত,—কেন তবু হেন স্নেহান্বিত ? ৩১
এই রূপে ইনি, আমি, অতি দুঃখী দুইজন,
দৃষ্ট দোষ বিষয়েতে মমত্বে আকৃষ্ট মন। ৩২
জ্ঞানীরো এমন মোহ মহাভাগ ! হয় কেন ?
জ্ঞানান্ধের বিমূঢ়তা হয় আমাদের হেন ? ৩৩

ঋষিরুবাচ।

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥৩৪॥
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৫॥
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলং।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥৩৬॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাং।

ঋষি কহিলেন

সমস্ত জন্তুর আছে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান,
পৃথক পৃথক আছে বিষয়ও, জ্ঞানবান! ৩৪
দিবা-অন্ধ কোন প্রাণী, রাত্রি-অন্ধ কেহ আর,
কেহ দিবা-রাত্রি-অন্ধ, তুল্য দৃষ্টি পুনঃ কার। ৩৫
নর জ্ঞানী সত্য, কিন্তু তাহারা নহে কেবল,
পশু পক্ষী মৃগগণ যেহেতু জ্ঞানী সকল। ৩৬
যাহা পশু পক্ষীদের, সেই জ্ঞান মানুষের,

মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ ॥ ৩৭ ॥
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥৩৮॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্প্রতি।
লোভাৎপ্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥৩৯
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ ৪০ ॥
তন্মামত্রবিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।

মানুষের যাহা, তুল্য তথা অন্য উভয়ের। ৩৭
স্নেহ মোহে দেখ জ্ঞানে ক্ষুধাতুর পক্ষিগণ
শাবক চঞ্চুতে করে মুখস্থ কণা অর্পণ। ৩৮
মানুষ, হে নরব্যাঘ্র! অভিলাষী সুত প্রতি
প্রত্যুপকারের লোভে, দেখনা কি, নরপতি? ৩৯
পতিত মমতাবর্ত্তে, মোহ গর্ত্তে জীব যত,
সংসার স্থিতি কারীর মহামায়া প্রভাবতঃ। ৪০
অ নহে বিস্ময় কার্য্য; হরির ইহা নিশ্চিত

মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥৪১॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৪২ ॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরং।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৪৩॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৪৪ ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।

যোগনিদ্রা মহামায়া, জগত তাহে মোহিত। ৪১
জ্ঞানীদেরও চিত্ত বলে সেই দেবী ভগবতী
আকর্ষি, ঘটায় মোহ মহামায়া হে নৃপতি! ৪২
তাহা হ'তে সৃষ্ট বিশ্ব এ জগত চরাচর।
সে প্রসন্না বরদাই নরের মুক্তি-আকর। ৪৩
সে পরমা বিদ্যা, মুক্তি-প্রদায়িনী সে অমরী,
সাংসার বন্ধন হেতু সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী। ৪৪

রাজা কহিলেন,

ভগবন! কে সে দেবী মহামায়া নাম যার?

ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যশ্চ কিং দ্বিজ ॥৪৫॥
যৎস্বভাবাচ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা ।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাম্বর॥৪৬॥

ঋষিরুবাচ ।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্ ।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥ ৪৭ ॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা ।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে৪৮

কিরূপে উৎপন্না তিনি হে দ্বিজ ! কি কর্ম্ম তাঁর ? ৪৫
যে স্বভাব, যে স্বরূপ, যাহা হ'তে সম্ভাবিত,
শুনিতে সব ইচ্ছা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ ! ৪৬

ঋষি কহিলেন,

নিত্যা সে জগৎমূর্ত্তি ব্যাপ্ত তাহে চরাচর ।
তথাপিও শুন তার সমুৎপত্তি বহুতর । ৪৭
সেই নিত্যা অভিহিতা ; হন আবির্ভূতা যবে
দেব-কার্য্য সিদ্ধি তরে, উৎপন্না কহে তবে । ৪৮

যোগনিদ্রাং যদাবিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥৪৯॥
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমূলেঽদ্ভুতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ॥ ৫০॥
স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজপতিঃ।
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনং॥ ৫১॥
তুষ্টাব যোগনিদ্রান্তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াং॥ ৫২॥

বিশ্ব একার্ণব করি, যখন শেষে শয়ান
ভজিলে যোগ নিদ্রা, কল্প অন্তে ভগবান, ৪৯
বিখ্যাত মধুকৈটভ তখন অসুর দ্বয়
বিষ্ণু-কর্ণমূলে জন্মি, ব্রহ্মা বধোদ্যত হয়। ৫০
বিষ্ণু নাভিপদ্মে স্থিত সেই ব্রহ্মা প্রজাপতি
দেখিলা অসুর উগ্র, জনার্দ্দন সুপ্ত অতি ৫১
স্তুতিলা যোগনিদ্রায় হরি নেত্র-নিবাসিনী,
বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতি সংহারকারিণী, ৫২

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীং।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃপ্রভুঃ॥৫৩

ব্রহ্মোবাচ।

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বংহি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥৫৪॥
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥৫৫

বিষ্ণুর তেজে অতুলা, নিদ্রাদেবী ভগবতী,
হরির চেতনা তরে এক চিত্তে প্রজাপতি। ৫৩

ব্রহ্মা কহিলেন,

তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি স্বর, বষটকার*
হে অক্ষরে! নিত্যে! তুমি সুধা তিন মাত্রা আর। ৫৪
অর্দ্ধ মাত্রা স্থিতা, নিত্যা, অনুচার্য্য মাত্রা আর,
তুমিই সাবিত্রী দেবী জননী তুমি সবার। ৫৫

* বষট্—মন্ত্র বিশেষ।

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তেচ সর্ব্বদা ॥৫৬॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপাচ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপাহন্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥৫৭॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহাচ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥ ৫৮ ॥
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥ ৫৯ ॥

ধারণ কর সকল, জগৎ কর সৃজন,
তুমিই কর পালন, অন্তিমে কর ভক্ষণ। ৫৬
সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা, স্থিতিরূপা সংরক্ষণে,
জগন্ময়ে! জগতে সংহৃতিরূপা ধ্বংসনে। ৫৭,
মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা. মহাস্মৃতি,
মহাদেবী মহাসুরী, মহামোহা, মহাধৃতি। ৫৮
প্রকৃতিস্থ সকলের গুণত্রয় প্রদায়িনী,
কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি সংহারিণী। ৫৯

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বঞ্চ বুদ্ধির্বোধলক্ষণা ।
লজ্জা পুষ্টি স্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেবচ ॥ ৬০
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা ।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুষণ্ডীপরিঘায়ুধা ॥ ৬১ ॥
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী ।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৬২ ॥

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু
সদসদ্বাখিলাত্মিকে ।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ
সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ॥ ৬৩ ॥

তুমি শ্রী, ঈশ্বরী লজ্জা, বুদ্ধি ও বোধলক্ষণা,
পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি তুমি লজ্জা নিরুপমা, ৬০
খড়্গিনী, শূলিনী, ঘোরা, গদিনী চক্রধারিণী,
শঙ্খিনী, চাপিনী, বাণ-ভূষণ্ডী পরিঘ পাণি, ৬১
সৌম্যা, সৌম্যতরা, সৌম্য হ'তে ও অতি সুন্দরী,
শ্রেষ্ঠার পরম শ্রেষ্ঠা, তুমিই পরমেশ্বরী । ৬২
বিশ্বময়ি ! সৎ অসৎ যাহা কিছু আছে সব,
তাহাদের শক্তি তুমি, কি করিব তব স্তব ? ৬৩

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা
জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ
কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ ৬৪ ॥
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণ-
মহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং
কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৬৬ ॥

তোমা হ'তে জগতের স্রষ্টাপাতা ধ্বংসকারী
তিনিও নিদ্রিত,—আমি কি স্তুতি করিতে পারি? ৬৪
আমি ও ঈশান, বিষ্ণু হইয়াছি দেহ ধারী
তোমা হ'তে আমি তব কি স্তুতি করিতে পারি? ৬৫
মহৎ প্রভাবে তব, হে দেবি! হইয়া স্তুত,
দুর্দ্ধর্ষ মধুকৈটভে কর তুমি মোহভূত ৬৬

প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৬৭॥

ঋষিরুবাচ ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ ॥৬৮॥
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্য স্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৬৯ ॥
উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ ।
একার্ণবেঽহি শয়নাৎ ততঃ স দদৃশে চ তৌ॥৭০॥

বিশ্বস্বামি অচ্যুতকে কর শীঘ্র জাগরিত
বধিতে এ মহাসুর, কর তুমি প্রবর্ত্তিত। ৬৭
বধিতে মধুকৈটভ, জাগাইতে নারায়ণ,
এরূপে তামসী দেবী হইয়া স্তুত, তখন ৬৮
নেত্রাস্য, নাসিকা, বাহু, হৃদয়, বক্ষ হতে
বাহিরি, হইলা স্থিত ব্রহ্মার নয়ন পথে। ৬৯
একার্ণব-নাগ-শয্যা হ'তে উঠি জনার্দ্দন,
নিদ্রামুক্ত জগন্নাথ করিলেন দরশন ৭০

মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ।
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ ॥৭১
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ ॥ ৭২ ॥
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ।
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবং॥৭৩

ভগবানুবাচ।

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।

দুরাত্মা মধুকৈটভ, অতি বীর্য্য পরাক্রম,
ব্রহ্মাকে ভক্ষণোদ্যত ক্রোধেতে রক্তনয়ন। ৭১
যুঝিলা তাদের সহ, উঠি ভগবান হরি,
বৎসর পঞ্চ সহস্র, বাহু প্রহরণ করি। ৭২
তারা অতি বলবন্ত, মহামায়া-বিমোহিত,
কহিল কেশবে—"মাগ তোমার বর বাঞ্ছিত।" ৭৩

ভগবান কহিলেন।

তুষ্ট যদি আজি, হও মম বধ্য দুইজন।

কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥ ৭৪ ॥

ঋষিরুবাচ।

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ।
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ।
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা॥৭৫॥

ঋষিরুবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা।
কৃত্বা চক্রেণ বিচ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ॥৭৬॥
এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ং।

কি কায অন্য বরেতে? এই মাত্র বর মম। ৭৪

ঋষি কহিলেন।

সর্ব্ব জলময় বিশ্ব দেখিয়া বঞ্চিতদ্বয়
কহিল কমলেক্ষণ ভগবানে সে সময়—
"বধ আমাদের যথা নহে ধরা জলময়।" ৭৫
"তাই হ'ক—বলি হরি শঙ্খ চক্র গদাধর,
চক্রে কাটিলেন শির, রাখি নিজ উরুপর। ৭৬
এই রূপে সমুৎপন্না, ব্রহ্মা স্তুতি করে যার,

প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥৭৭॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে মধুকৈটভবধোনাম
প্রথমোধ্যায়ঃ।

সে দেবী প্রভাব আমি কহি শুন পুনর্ব্বার। ৭৭

মধুকৈটভ বধনাম প্রথম মাহাত্ম্য।

দ্বিতীয় মাহাত্ম্য।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ঋষিরুবাচ।

দেবাসুরমভূদ্‌যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥১॥
তত্রাসুরৈর্ম্মহাবীর্য্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ॥২॥

চণ্ডীকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

দেবাসুরে হ'ল যুদ্ধ পূর্ণ-অব্দ-শত ধ'রে,
অসুর-রাজ মহিষে, দেবরাজ পুরন্দরে। ১
মহাবীর্য্য অসুরেরা পরাজিল দেববল;
জিনিল মহিষাসুর ইন্দ্র ও দেব সকল। ২

ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিং।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ ॥ ৩ ॥
যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতং।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দেবাভিভববিস্তরং ॥ ৪ ॥
সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাং চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥
স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা ॥ ৬ ॥

প্রজাপতি আগে করি, পরাজিত দেবগণ,
যথায় ঈশান বিষ্ণু, করিলা তথা গমন। ৩
মহিষাসুরের কার্য্য আবৃত্তি করিয়া সব
কহিলেন দেবগণ, বিস্তর সে পরাভব। ৪
"সূর্য্য ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যমের আর,
করেছে গ্রহণ নিজে অন্য দেব অধিকার। ৫
দুরাত্মা মহিষ দ্বারা স্বর্গচ্যুত দেবগণ,
মর্ত্ত্যে মানুষের মত করিতেছে বিচরণ। ৬

এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বমমরারিবিচেষ্টিতং ।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাং ॥ ৭ ॥
ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটীকুটিলাননৌ ॥৮॥
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥ ৯ ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥ ১০ ॥

অমর শক্রর কার্য্য এ রূপে হল কথিত ;
লইনু শরণ ; হও তার বধে বিচিন্তিত । ৭'
এই রূপ দেববাক্য শুনিয়া মধুসূদন
কুপিলা, করিলা শম্ভু ভ্রূকুটী কুটিলানন । ৮
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের অতিশয় কোপান্বিত,
হইল বদন হ'তে মহাতেজ নিষ্ক্রামিত । ৯
ইন্দ্র আদি দেবদের দেহ হ'তে বিনিঃসৃত
সে মহৎ তেজরাশি হইল তাহে মিলিত । ১০

অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতং।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥১১॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজং।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা ॥১২॥
যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ততন্মুখং।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥১৩॥
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥১৪॥

অতিশয় তেজ রাশি, জ্বলন্ত পর্ব্বত মত,
জ্বালা-ব্যাপ্ত দিগন্তর, দেখিলেন সুর যত। ১১
একত্র হইয়া সেই দেবতেজ অতুলিত
জন্মিলা রমণী, তেজে ত্রিলোক করি ব্যাপিত। ১২
শম্ভু-সমুদ্ভূত তেজে হইল তার বদন,
যম তেজে হ'লো কেশ, বিষ্ণু তেজে বাহুগণ। ১৩
সৌম্য তেজে স্তনযুগ, চন্দ্র তেজে মধ্য চারু,
পৃথিবী তেজে নিতম্ব, বরুণেতে জঙ্ঘা উরু। ১৪

ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা ॥১৫॥
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং যজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥ ১৬ ॥
ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা ॥১৭॥
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাং।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ॥১৮

ব্রহ্মা তেজে পদদ্বয়, পদাঙ্গুলি প্রজাকর,
বসুগণে করাঙ্গুলি, কুবেরে নাসিকাবর। ১৫
প্রজাপতি তেজে তাঁর জনমিল দন্তচয়,
পাবক তেজেতে তার জন্মিল নয়নত্রয়। ১৬
সন্ধ্যা তেজে ভ্রুযুগল অনিলে শ্রবণ কিবা!
অন্য দেব তেজে আর সম্ভূতা হইলা শিবা। ১৭
দেখি তাঁকে সর্ব্বদেব তেজোরাশি সম্ভাবিত,
হর্ষিত হইল সর্ব্ব অমর মহিষার্দ্দিত। ১৮

শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য দদৌ,তস্যৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ॥ ১৯ ॥
শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী ॥২০॥
বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্গজাৎ॥২১
কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুং ॥২২

শূল হ'তে সৃজি শূল দিলেন পিনাকধারী,
স্বচক্র হইতে সৃজি দিলেন চক্র কংসারি। ১৯
বরুণ দিলেন শঙ্খ দিলা শক্তি বৈশ্বানর,
মারুত দিলেন চাপ সহ তূণ-পূর্ণ শর। ২০
বজ্র হ'তে সৃজি বজ্র দিলেন অমরেশ্বর,
ঐরাবত হ'তে ঘণ্টা দিলা আর পুরন্দর। ২১
দিলা কালদণ্ড যম, দিলা পাশ জলপতি,
কমণ্ডলু অক্ষমালা দিলা ব্রহ্মা প্রজাপতি। ২২

সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম্ম চ নির্ম্মলং॥২৩॥
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরেচ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ॥২৪॥
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ব্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্গ্রৈবেয়কমনুত্তমং ॥ ২৫ ॥
অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ।
বিশ্বকর্ম্মা দদৌ তস্যৈ পরশুঞ্চাতি নির্ম্মলং ॥২৬॥

সর্ব্ব রোমকূপে দিলা নিজরশ্মি দিবাকর,
নির্ম্মল চর্ম্মের সহ দিলা কাল অসিবর। ২৩
ক্ষীরোদ অজীর্ণ বাস যুগল, অমল হার,
কুণ্ডল ও কটিসূত্র, দিব্য চূড়ামণি আর। ২৪
কেয়ূর সকল ভুজে, অর্দ্ধচন্দ্র শুভ্র শোভা,
বিমল নূপুর আর, গ্রীবাপত্র মনোলোভা। ২৫
সর্ব্ব অঙ্গুলিতে দিয়া অঙ্গুরীয় রত্নোজ্জ্বল,
বিশ্বকর্ম্মা প্রদানিলা পরশু অতি নির্ম্মল। ২৬

অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনং।
অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাং ॥২৭॥
অদদজ্জলধিস্তস্যৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনং।
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ ॥২৮
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ।
শেষশ্চ সর্ব্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতং ॥ ২৯॥
নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাং।
অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা ॥ ৩০ ॥

অন্য অস্ত্র বহুরূপ, অভেদ্য কবচ আর,
মস্তকে উরসে দিলা অম্লান পঙ্কজমালা। ২৭
জলধি পঙ্কজ দিলা অতিশয় সুশোভন,
হিমবান নানা রত্ন সহিত সিংহ বাহন। ২৮
ধনেশ দিলেন পাত্র, সুরায় চির-পূরিত,
সর্ব্বনাগেশ্বর শেষ মহামণিবিভূষিত, ২৯
দিলা নাগহার, যাহে পৃথিবী করে ধারণ।
অন্য সুরগণ দিলা আয়ুধ তথা ভূষণ। ৩০

সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ।
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ ॥৩১
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দোমহানভূৎ।
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে॥৩২
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ।
জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীং॥৩৩॥
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ ॥৩৪॥

পূজা নিনাদিলা উচ্চে মুহুর্মুহু অট্টহাসি,
সে ঘোর নিনাদ নভঃ পুরিয়া উঠিল আসি। ৩১
হ'ল মহা প্রতিশব্দ করি অমা বিধ্বনিত,
ক্ষোভিত সকল লোক, পারাবার প্রকম্পিত। ৩২
চঞ্চলিত বসুন্ধরা, চঞ্চল ভূধরচয়,
গাইল দেবেরা হর্ষে সিংহবাহিনীর জয়। ৩৩
স্তুতি করিলেন শান্ত ভক্তিনম্র মুনিগণ।
ত্রৈলোক্য অমর-অরি নিরখিল ক্ষুব্ধ মন
যুদ্ধার্থী অখিল সৈন্য, সমুত্থিত অস্ত্রগণ। ৩৪

সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ।
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ৩৫॥
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ।
স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াম্বিষা॥৩৬
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবংকিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্।
ক্ষোভিতাশেষপাতালাংধনুর্জ্যানিস্বনেনতাম্৩৭
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ব্যাপ্যসংস্থিতাম্।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্॥৩৮

যুদ্ধার্থী অখিল সৈন্য, সমুত্থিত অস্ত্রগণ,
"আঃ একি!"—ইহা কহি মহিষাসুর ক্রোধিত। ৩৫
ছুটিল সে শব্দ প্রতি, অশেষ অসুরাবৃত,
দেখিল সে দেবী তেজে ব্যাপি লোকত্রয় সব,। ৩৬
পদভরে নত ধরা, কিরীটী পরশি নভঃ,
ধনুর্গুণ নিস্বনেতে পাতাল সমস্ত ভীত,। ৩৭
ভুজ সহস্রেতে দিক আচ্ছাদিয়া দেবী স্থিত,।
দেবী সহ অসুরেরা হ'ল যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত। ৩৮

শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ।
মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষূরাখ্যো মহাসুরঃ ॥৩৯॥
যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ।
রথানামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ ॥৪০॥
অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ ।
পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ ॥৪১॥
অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্ব্বাস্কলো যুযুধেরণে ।
গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ ॥৪২॥

করিল বহুধা শস্ত্রে, অস্ত্রে দীপ্ত দিগন্তর,
মহিষাসুর সেনানী চিক্ষুরাখ্য বীরবর । ৩৯
যুঝিল চামর আর, চতুরঙ্গ বলান্বিত,
ষষ্ঠাযুত রথ সহ উদগ্রাখ্য দুর্বীজিত । ৪০
অযুত সহস্র সহ মহাহনু করে রণ,
পঞ্চাশ নিযুত সহ অসিলোম বীরোত্তম । ৪১
ছয় শ অযুত সহ বাস্কল যুঝিছে রণে,
অনেক সহস্র গজ বাজি সহ পরাক্রমে । ৪২

হতো রথানাং কোট্যাচ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত।
বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ॥৪৩॥
যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ।
অন্যে চ তত্রাযুতশো রথনাগহয়ৈর্বৃতাঃ॥৪৪॥
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ।
কোটিকোটিসহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা ৪৫
হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ।
তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুষলৈস্তথা॥৪৬॥

বিড়ালাক্ষ করে যুদ্ধ কটি রথ সমাবৃত,
পঞ্চাশ অযুত সৈন্যে সহিত রথ অযুত। ৪৩
যুঝে যুদ্ধে অন্যে আরো, রথগণে পরিবৃত,
অযুত অযুত রথ গজ অশ্ব সমাযুত। ৪৪
করিল দেবীর সহ যুদ্ধ মহাসুর যত
রথ হস্তিগণ সহ, কোটি কোটি শত শত। ৪৫
যুঝিল মহিষাসুর অশ্বাবৃত বীর্য্যাধার,
তোমর ও ভিন্দিপালে শক্তি ও মুষলে আর ৪৬।

যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ।
কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃশক্তীঃকেচিৎপাশাংস্তথাপরে৪৭
দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাংহন্তুং প্রচক্রমুঃ।
সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা॥৪৮॥
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী।
অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ ৪৯॥
মুমোচাসুরদেহেষু শাস্ত্রান্যস্ত্রাণি চেশ্বরী।
সোপি ক্রুদ্ধো ধুতশঠো দেব্যা বাহন কেশরী৫০

যুঝে দেবী সহ খড়্গ পরশু পট্টিশ করে,
নিক্ষেপিল শক্তি কেহ, ক্ষেপিল পাশ অপরে। ৪৭
দেবীকে কাটিতে খড়্গে কেহ করে উপক্রম,
হাসিয়া চণ্ডিকা দেবী সেই অস্ত্র শস্ত্র গণ। ৪৮
কাটিলা লীলায় করি নিজ অস্ত্র বরিষণ,
ম্লানমান বদনা দেবী হ'য়ে স্তুত সুরগণে। ৪৯
ঈশ্বরী অসুর দেহে হানিলেন অস্ত্র রণে,
কম্পিত-কেশর ক্রুদ্ধ করিল দেবী-বাহন। ৫০

চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষ্বিব হুতাশনঃ।
নিশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুদ্ধমানা রণেঽম্বিকা ॥৫১॥
তএব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ।
যযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ ॥৫২॥
নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ।
অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে ॥৫৩॥
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে।
ততদেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ ॥৫৪॥

বনে হুতাশন মত শত্রু সৈন্য বিচরণ,
যুদ্ধমানা অম্বিকার নিশ্বাসেতে সেইক্ষণ। ৫১
জন্মিল শত সহস্র সদ্য গণদেবগণ,
পরশু পট্টিশ আর ভিন্দিপালে করি রণ। ৫২
বর্দ্ধিত দেবীর বলে নাশিল অসুরগণ,
গণেরা পটাহ শঙ্খ বাজাইল ভীমরবে। ৫৩
মৃদঙ্গ বাজায় অন্যে সেই যুদ্ধে মহোৎসবে,
তখন ত্রিশূল, গদা, শক্তিদেবী বৃষ্টি করি। ৫৪

খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্।
পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্॥৫৫
অসুরান্ ভুবিপাশেন বদ্ধ্বাচান্যানকর্ষয়ৎ।
কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃখড়্গপাতৈস্তথাপরে॥৫৬
বিপ্রোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে।
বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুষলেন ভৃশংহতাঃ॥৫৭॥
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেনবক্ষসি।
নিরন্তরাঃশরৌঘেন কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে॥৫৮॥

খড়্গে শত শত হত করিলা অসুর অরি,
মূর্চ্ছিত ঘণ্টার শব্দে দিল কেহ গড়াগড়ি। ৫৫
পাশে বাঁধি অন্য কেহ করিলেন আকর্ষণ,
তীক্ষ্ণ খড়্গে দুই খণ্ড করিলেন অন্যজন। ৫৬
গদাঘাতে নিপাতিত করিল ভূমে শয়ন,
মুষল আঘাতে কেহ করিল রক্ত বমন। ৫৭
শূলে বক্ষে ভিন্ন কেহ দিল ভূমে গড়াগড়ি,
রণক্ষেত্রে নিরন্তর শর বরিষণ করি। ৫৮

সেনানুকারিণঃ প্রাণান্মুমুচুস্ত্রিদশার্দ্দনাঃ ।
কেষাঞ্চিদ্বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্ন গ্রীবাস্তথাপরে ॥৫৯॥
শিরাংসিপেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ।
বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্তপরে পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসুরাঃ ॥৬০
একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ ।
ছিন্নেপি চান্যে শিরসি পতিতাঃপুনরুত্থিতাঃ॥৬১
কবন্ধা যুযুধুর্দ্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ ।
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্যময়াশ্রিতাঃ ॥ ৬২॥

সেনাপতিগণ প্রাণ ত্যজিল ত্রিদশ অরি,
কারো বাহুদ্বয় ছিল কেহবা গ্রীবা রহিত । ৫৯
অন্যের পতিত শির অন্য মধ্য-বিদারিত,
ছিন্ন জঙ্ঘা অন্যসুর ভূমিতলে নিপতিত । ৬০
একবাহু, আঁখি, পদ, কাটিয়াছে দেবী কার,
ছিন্ন শির নিপতিত, উঠিতেছে পুনর্ব্বার । ৬১
ধরিয়া পরমায়ুধ কবন্ধ করিছে রণ,
নাচিছে তুরীর রবে অপর অসুর গণ । ৬২

কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবী মন্যেমহাসুরাঃ৬৩
পাতিতৈরথ নাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা।
অগম্যা সা ভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ॥ ৬৪ ॥
শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র প্রসুস্রুবুঃ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাং॥ ৬৫ ॥
ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ং॥৬৬॥

ছিন্ন শির কবন্ধেরা খড়্গ, শক্তি, যষ্টি, ধরি,
দেবীকে কহিছে ডাকি "তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ" করি। ৬৩
পড়িয়া অসুর, রথ, হস্তি, অশ্ব, ভূমিতল,
অগম্য হইল তথা যথায় সে রণস্থল। ৬৪
শোণিতের মহানদী হ'লো সদ্য প্রবাহিত,
হস্তি অশ্ব অসুরের সেনা মধ্যে নিপতিত। ৬৫
ক্ষণেকে সে মহা সৈন্য অম্বিকা করিল ক্ষয়,
অসুরের, যথা বহ্নি তৃণ দারু স্তূপ চয়। ৬৬

স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধূতকেশরঃ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ॥৬৭॥
দেব্যাগণৈশ্চতৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুষ্টুবুর্দ্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি॥৬৮॥

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরসৈন্য বধো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায় ॥ ২ ॥

কম্পিত কেশর সিংহ করিল ছাড়ি গর্জ্জন,
অমর-অরির প্রাণ দেহ হ'তে বিমোচন। ৬৭
করিল অসুর সহ দেবীর গণেরা রণ,
দেবেরা করিলা স্তুতি, আকাশে পুষ্পবর্ষণ। ৬৮

ইতি মহিষাসুর—সৈন্য—বধনাম দ্বিতীয় মাহাত্ম্য।

তৃতীয় মাহাত্ম্য।

—oo—

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ঋষিরুবাচ।

নিহন্যমানং তৎসৈন্যমবলোক্য মহাহসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষূরঃকোপাৎযযৌযোদ্ধুমথাম্বিকাং॥১
স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেহসুরঃ।
যথা মেরুর্গিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ॥২॥

চণ্ডীকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

নিহত সকল সৈন্য নিরখিয়া মহাসুর,
যুঝিতে অম্বিকা সহ আসিল কোপে চিক্ষুর।১
অসুর দেবীকে রণে বরষিল শর গণ,
যথা মেরু শৃঙ্গে করে তোয়দ তোয় বর্ষণ। ২

তস্য চ্ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্।
জঘান তুরগান্ বানৈর্যন্তারং চৈববাজিনাং ॥৩॥
চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতং।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ ॥ ৪ ॥
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্ম্মধরোঽসুরঃ॥৫॥
সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥৬॥

লীলায় কাটিয়া দেবী শরজালে সে সকল,
তুরঙ্গ-চালক সহ বধিলা তুরঙ্গ দল।৩
কাটিলেন সদ্য ধনু, কাটিলেন উচ্চ ধ্বজ,
ছিন্ন ধনুধারী-গাত্রে বিঁধিলেন বাণ ব্রজ। ৪
ছিন্ন ধনু, রথহীন, নিহত অশ্ব সারথী ;
খড়্গ চর্ম্ম ধরি বেগে ধাইল দেবীর প্রতি। ৫
তীক্ষ্ণ খড়্গে আঘাতিয়া কেশরীর শীর্ষস্থান,
দেবীকে ও সব্য ভুজে আঘাতিল বেগবাণ। ৬

তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥৭॥
চিক্ষেপচ ততস্তত্তু ভদ্রক্যাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভীরবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ॥৮॥
দৃষ্ট্বা তদা পতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং সচ মহাসুরঃ ॥৯॥
হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্ত্য চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দ্দনঃ ॥ ১০ ॥

লাগি খড়্গ সেই ভুজে ভাঙ্গিল, নৃপনন্দন!
তখন লইল শূল কোপে অরুণ লোচন, ৭
ভদ্রকালী প্রতি তাহা নিক্ষেপিল মহারথ।
জ্বলন্ত অম্বর পথে তেজে রবি বিম্বমত, ৮
পড়িছে দেখিয়া শূল, দেবী তেয়াগিলা শূল,
সে শূল শতধা করি বধিলা অসুরাতুল। ৯
মহিষের সেনাপতি মহাবীর্য্য হ'লে নাশ,
আসিলেক গজারূঢ় চামর ত্রিদশ ত্রাশ।১০

সোপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতং।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাঁতয়ামাসনিষ্প্রভাং॥১১॥
ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ॥১২
ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা॥১৩॥
যুদ্ধমানৌ ততস্তৌতু তস্মান্নাগান্মহীংগতৌ।
যুযুধাতেঽতি সংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ॥১৪॥

সেও নিক্ষেপিল শক্তি, ভগ্ন তাহা সুরেশ্বরী
হুঙ্কারি আঘাতী ভূমে ফেলিলা নিষ্প্রভ করি।১১
ভগ্ন শক্তি নিপতিত দেখি, ক্রোধ সমন্বিত
চামর হানিল শূল, হইল বাণে ছেদিত।১২
লম্ফ দিয়া উঠি সিংহ গজ কুম্ভান্তর স্থিত,
আরম্ভিল বাহু যুদ্ধ ত্রিদশ-অরি সহিত। ১৩
তাহাদের যুদ্ধে হস্তি ভূমিতলে নিপতিত,
দারুণ প্রহারে ঘোর গর্জ্জি হ'লো যুদ্ধান্বিত। ১৪

ততোবেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্কৃতং ॥ ১৫ ॥
উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈবকরালশ্চ নিপাতিতঃ ॥১৬॥
দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্যতং।
বাস্কলংভিন্দিপালেনবাণৈস্তাম্রংতথাহন্ধকং॥১৭
উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুং।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥ ১৮॥

বেগে লম্ফ দিয়া শূন্যে, পড়ি মৃগশত্রুবীর
করাঘাতে চামরের পৃথক করিল শির ।১৫
শিলা বৃক্ষাঘাতে রণে উদগ্র হইল হত,
দণ্ড মুষ্টি আঘাতেতে করাল হইল গত ।১৬
ক্রুদ্ধা দেবী গদাপাতে চূর্ণিত সমরোদ্যত
বাস্কল ; অন্ধক, তাম্র, ভিন্দিপালে হ'ল হত ।১৭
উগ্র আস্য, উগ্রবীর্য্য, মহাহনু, সুর অরি
বিনাশিলা ত্রিশূলেতে ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী ।১৮

বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ।
দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ং॥১৯
এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্॥২০॥
কাংশ্চিত্তুণ্ডপ্রহারেণ ক্ষুরক্ষেপৈস্তথাপরান্।
লাঙ্গুলতাড়িতাংশ্চান্যান্শৃঙ্গাভ্যাঞ্চবিদারিতান্২১
বেগেন কাংশ্চিদপরান্নাদেন ভ্রমণেন চ।
নিশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥২২॥

কায়া হ'তে বিড়ালের অসিতে কাটিলা শির,
শরে গেল যমালয় দুর্দ্ধর্ষ দুর্ম্মুখ বীর। ১৯
এরূপে হইলে ক্ষয় সসৈন্যে মহিষাসুর
মহিষ স্বরূপে গণে করিলেক ত্রাসাতুর ।২০
করিল কাহাকে তুণ্ডে, কারে খুরে আঘাতিত,
লাঙ্গুলে তাড়িত কারে, কারে শৃঙ্গে বিদারিত।২১
কারে বেগে, কারে নাদে, কারে ভ্রমণের বলে
নিশ্বাস পবনে অন্যে ফেলিতেছে ভূমিতলে ।২২

নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহংহন্তুংমহাদেব্যাঃকোপঞ্চক্রেততোম্বিকা॥২৩
সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুণ্ণমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ২৪
বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত।
লাঙ্গূলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ॥২৫॥
ধৃতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃশতশোনিপেতুর্নভসোঽচলাঃ ২৬॥

নিপাতি প্রমথ সৈন্য, ধাইল মহিষ বীর
বধিতে দেবীর সিংহ; অম্বিকা কোপে অধীর।২৩
সেও করিলেক ক্রোধে খুর ক্ষুণ্ণ মহীতল,
নিনাদিল, নিক্ষেপিল শৃঙ্গেতে উচ্চ অচল।২৪
তার বেগ ভ্রমণেতে ক্ষুণ্ণা মহী হ'লো শীর্ণ,
লাঙ্গুলে আহত সিন্ধু করিল জগতাকীর্ণ।২৫
কম্পিত শৃঙ্গ আঘাতে খণ্ড খণ্ড মেঘ সব
শ্বাসানিলে হ'ল ক্ষিপ্ত গিরিমালা হ'তে নভঃ। ২৬

ইতি ক্রোধসমাখ্যাতমাপতন্তং মহাশূরং।
দৃষ্ট্বাসাচণ্ডিকাকোপংতদ্বধায়তদাহকরোৎ ॥২৭॥
সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্দমহাশূরং।
তত্যাজ মাহিষং রূপংসোঽপিবদ্ধো মহামৃধে২৮
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকাশিরঃ
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥২৯॥
তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তংখড়্গচর্ম্মাণাসার্দ্ধংততঃসোঽভূন্মহাগজঃ॥৩০॥

আসিতেছে মহাসুর ক্রোধেতে উন্মত্ত প্রায়,
তাহাকে বধিতে ক্রোধ করিলেন চণ্ডিকায়।২৭
বাঁধিলেন মহাসুর পাশাস্ত্র করি ক্ষেপণ ;
সে ত্যজি মহিষ রূপ আরম্ভিল মহারণ।২৮
হইল কেশরী সদ্য যাবত অম্বিকা শির
কাটিলেন, দেখা দিল খড়্গ পাণি মহাবীর। ২৯
কাটিলা তাহাকে শীঘ্র প্রহারি সায়কব্রজ
খড়্গ চর্ম্ম ধরি দেবী, হইল সে মহাগজ।৩০

করেণ চ মহাসিংহং তঞ্চকর্ষ চ গর্জ্জ চ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥৩১॥
ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং স চরাচরং॥৩২
ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকাপানমুত্তমং।
পপৌ পুনঃপুনঃশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥৩৩
ননর্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্য্য মদোদ্ধতঃ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপচণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্॥৩৪

শুণ্ড দ্বারা মহাসিংহ কর্ষিল, গর্জ্জিল আর,
কাটিল সে শুণ্ড দেবী করিয়া খড়্গ প্রহার।৩১
তখন ধরিল পুনঃ মহিষের কলেবর,
ক্ষোভিত করিল তাহে ত্রৈলোক্য ও চরাচর।৩২
তখন জগতমাতা করি পান পানোত্তম,
হাসিলেন পুনঃ পুনঃ, ক্রোধে অরুণ নয়ন।৩৩
নাদিল অসুর সেও বলবীর্য্য সদোদ্ধত,
শৃঙ্গে চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপি ভূধর কত। ৩৪

সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ।
উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরং ॥৩৫॥
দেব্যুবাচ। গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥৩৬
ঋষিরুবাচ। এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরং
পদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥৩৭॥
ততঃ সোঽপি পাদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ॥৩৮

দেবী শরজালে তাহা করিলেন বিচূর্ণিত,
করিলেন মুখরাগ—মদোদ্ধত আকুলিত।৩৫

দেবী কহিলেন।

"গর্জ্জ গর্জ্জ মূঢ়! মধু পান করি যতক্ষণ!
তোমাকে বধিলে শীঘ্র গর্জ্জিবেন দেবগণ।" ৩৬

ঋষি কহিলেন।

ইহা কহি একলম্ফে আরোহিয়া ক্রোধাকুল,
অসুরে আক্রমি পদে, কণ্ঠে হানিলেন শূল। ৩৭

তখন সে পদাক্রান্ত, তুলে অর্দ্ধ বিনিষ্ক্রান্ত
নিজ মুখ হ'তে, হ'লো দেবীর বীর্য্যে সংবৃত।৩৮

অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুদ্ধমানো মহাসুরঃ ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ৩৯
ততো হাহা কৃতংসর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশতৎ
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ ॥৪০॥
তুষ্টুবুস্তাং সুরাদেবাং সহ দেবৈর্মহর্ষিভিঃ ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৪১॥
ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধোনাম তৃতীয়োঽধ্যায় ॥৩॥

যুঝিলেক মহাসুর হ'য়ে অর্দ্ধ বিনির্গত,
অসিতে কাটিয়া শির দেবী করিলেন হত ।৩৯
দৈত্য সৈন্য হ'লো নাশ করি তবে হাহাকার,
হইল পরম হর্ষ সমুদয় দেবতার ।৪০
করিলা দেবীর স্তুতি দেব ঋষি তপোধন,
গাইল গন্ধর্ব্ব পতি নাচিল অপ্সরা গণ ।৪১

ইতি মহিষাসুর বধনামক তৃতীয়মাহাত্ম্য ।

চতুর্থ মাহাত্ম্য।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ঋষিরুবাচ।

শুক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গম চারুদেহাঃ ॥১॥

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

দুরাত্মা সুরারি বল অতি বীর্য্য নিপাতিত
হলে দেবী পরাক্রমে, শক্র আদি সুরগণে
করিল তাঁহার স্তুতি,—চারুদেহ রোমাঞ্চিত,—
প্রণত নম্র মস্তকে, অধরে, অংসে, বচনে, ।১

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিশেষঃদেবগণশক্তি সমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥২॥
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভ ভয়স্য মতিং করোতু ॥৩॥

জগতের আদ্য শক্তি, সর্ব্বদেব শক্তিরূপা,
যে দেবীর দ্বারা ব্যাপ্ত এত বিশ্ব চরাচর ;
অখিল দেব-মহর্ষি-পূজিতা সে অম্বিকায়,
ভক্তিভরে নমি সবে, মঙ্গল বিধান কর। ২
ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মা হর নাহি পারে
বর্ণিতে অতুল বল, অতুল প্রভাব যাঁর ;
পালিতে অখিল বিশ্ব, নাশিতে অশুভ, ভয়
সে অম্বিকা মহাদেবী কর মতি অনিবার। ৩

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধাঃ সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা তাং ত্বাং
নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বং ॥৪॥
কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবানি যানি
সর্ব্বেষু দেব্যাসুরদেবগণাদিকেষু ॥৫॥

সুকৃত ভবনে লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী দুষ্কৃত ঘরে,
ধীমান্ হৃদয়ে বুদ্ধি স্বয়ং যে মহেশ্বরী,
সুজন গণের শ্রদ্ধা, লজ্জা কুল-জননীর,
পালহ হে দেবি! বিশ্ব তোমাকে প্রণাম করি। ৪
কি আর বর্ণিব এই অচিন্ত্য রূপ তোমার?
অসংখ্য অসুর নাশী কিম্বা অতিবীর্য্য তব?
কিম্বা সর্ব্ব দেবাসুরগণদের আহবেতে,
তোমার চরিত যাহা, কি আর আমরা কব? ৫

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥৬॥
যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥৭॥

সমস্ত জগত হেতু, ত্রিগুণা, না জানে দোষী
হরি হর দেবগণ, না পায় তোমার পার ;
পরমা আদ্যা প্রকৃতি অখিলের সর্ব্বাশ্রয়া,
তুমি এই জগতের অংশভূতা অবিকার। ৬
যাঁর নাম উচ্চারণে সমুদায় দেবগণ
সকল যজ্ঞেতে সদা তৃপ্তি লাভ করে, দেবি !
তুমি স্বাহা ; পিতৃদের তৃপ্তি হেতু সমুচ্চার্য্য,
স্বধাও তুমিই, দেবি ! সর্ব্বজন গণ সেবী। ৭

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতি পরমাহি দেবি ॥৮॥
শব্দাত্মিকাসুবিমলর্গ্যজুষাংনিধান-
মুদ্গীত রম্যপদ পাঠবতাঞ্চ সাম্নাং।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভব ভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥৯॥

অবচিন্ত্য যুক্তি হেতু যেই দেবী মহাব্রতা,
জিতেন্দ্রিয় তত্ত্ব জ্ঞানী করে নিত্য ধ্যান যাঁর,—
করে ধ্যান মুনিগণ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পাপহীন,
তুমি বিদ্যা; ভগবতি! পরমা হে দেবি! আর। ৮
সুবিমল শব্দাত্মিকা ঋক্ ও যজু নিধান,
পঠিত সাম বেদের গীত বাণি মনোহরা,
ত্রিবেদ স্বরূপা, দেবী, প্রবৃত্তি সৃষ্টির তরে,
তুমি সর্ব্ব জগতের দুঃখ হন্ত্রী শ্রেষ্ঠতরা। ৯

মেধাসি দেবি বিদিতাখিল শাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা ।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশীমৌলীকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥১০॥
ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তং ।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাত্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ ॥১১॥

মেধা তুমি তুমি দেবি ! অখিল শাস্ত্রের সার
দুর্গা তুমি, সঙ্গহীন ভব সাগরের তরী,
তুমি লক্ষ্মী কৈটভারি হৃদি পদ্ম নিবাসিনী,
তুমি গৌরী, তুমি দেবি ! প্রতিষ্ঠা শশীশেখরী । ১০
পরিপূর্ণ চন্দ্র-বিম্ব-অনুকারী মনোহর
কনক কান্তি উত্তম, ঈষৎ অমল হাসি,—
নিরখি বদন হেন, তথাপি মহিষাসুর
প্রহারিল ক্রোধে শীঘ্র অতীব অদ্ভুত বাসী । ১১

দৃষ্ট্বাতু দেবী কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্ মুমোচ মহিষস্তদতীবচিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥১২॥
দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেবতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥১৩॥

দেখিয়া কুপিত তব ভ্রুকুটী করাল মুখ,
উদিত শশাঙ্ক ছবি, নাহি যে সদ্যজীবন
ত্যজিল মহিষাসুর, অতীব বিচিত্র তাহা,
কে পারে বাঁচিতে, করি কুপিত যম দর্শন ? ১২
প্রসন্না হইলে হও পরমা সৃষ্টির হেতু,
কোপবতী হ'লে কর সদ্য কুল বিনাশিত,
জানিনু এখন ইহা, যে হেতু হইল তাহে
মহিষাসুরের বল সুবিপুল অস্তমিত। ১৩

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসিন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যা স্তএব নিভৃতাত্মজভৃত্যদার।
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥১৪॥
ধর্ম্মাণি দেবি সকলানি সদৈবকর্ম্মা-
ণ্যেতাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতি প্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদানন্তু দেবি তেন ॥১৫॥

খ্যাত তারা জন পদে, হয় তাহাদের ধন,
হয় তাহাদের যশ, ধর্ম্ম, বর্গঃ ক্ষয়হীন,
ধন্য তারা, সুপালিত পুত্র কন্যা ভৃত্য দারা,—
প্রসন্না, অভ্যুদয়দা, যাহাদেরে চির দিন। ১৪
হে দেবি! সকল ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সে সুকৃতি নর
করে সদা প্রতিদিন আদরেতে আচরণ;
পায় স্বর্গ অনন্তর তোমার প্রসাদে তাহে,
হও তিন লোকে দেবি! ফলদাতৃ অনুক্ষণ। ১৫

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতামতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকার করণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥১৬॥
এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখন্তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপং।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতিন্নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥১৭॥

হে দুর্গে! স্মরিলে হর অশেষ জন্তুর ভয়,
স্মরিলে সুস্থির চিত্তে কর শুভ মতি দান,
দারিদ্র ও দুঃখ-ভয়-হারিণী কে তোমা বিনা?
সর্ব্বরূপ উপকার করিতে সদার্দ্র প্রাণ? ১৬
ইহাদের মৃত্যু হ'তে হ'লো জগতের সুখ,
কি পাপ করিতেছিল চির নরকের তরে!
সংগ্রাম মৃত্যুর লভ্য প্রদানিতে দিব্যলোক
বিনাশিলে তাহাদেরে হে দেবি! সমর করে ১৭।

দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রং।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥১৮॥
খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈ স্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাং।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥১৯॥

দৃষ্টিমাত্র পারিতে না করিতে কি ভস্ম সব,
অসুরগণে যে অস্ত্র প্রহারিলে, ভগবতি ! ?
শত্রুগণো হউক্ প্রাপ্ত শস্ত্র পূত পুণ্যলোক,
অতি সাধ্বী তুমি, তাহে হ'লো তব হেন মতি ।১৮
শূলাগ্র উগ্র কান্তিতে খড়্গ প্রভাবিস্ফুরণে,
না হইল হত রণে যে সব অসুরগণ,
হইল বিলয় সব, দেবি! বিলোকন করি
তব এই অংশুপূর্ণ ইন্দু খণ্ড নিভানন। ১৯

দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপন্তথৈতদ্‌বিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেব পরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থং ॥২০॥
কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি ॥২১

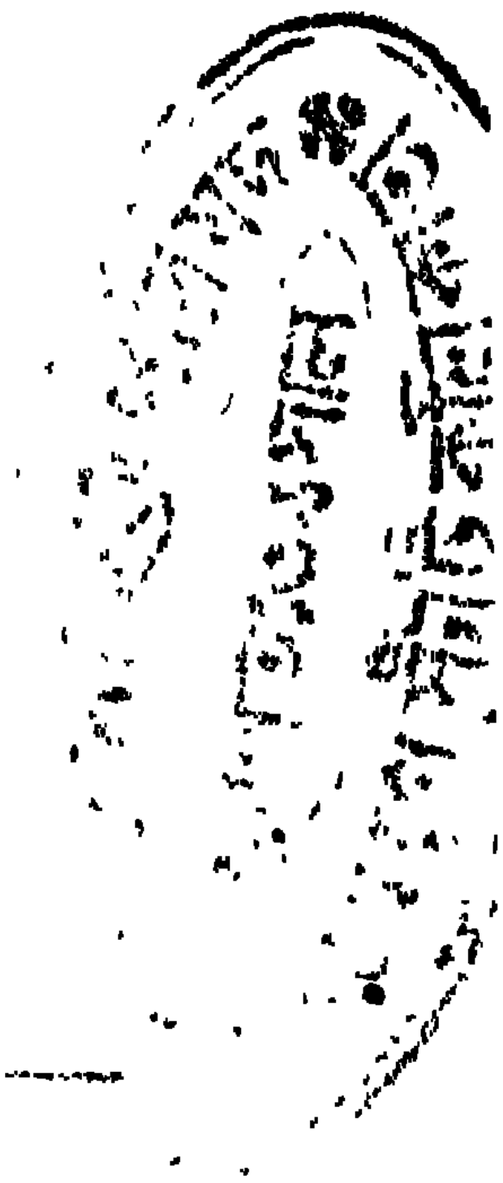

দুর্ব্বৃত্ত দমনকারী হে দেবি! চরিত্র তব,
অন্যের অচিন্তানীয় রূপ তব অতুলিত;
দেব-পরাক্রম-হারী অসুরনাশক বীর্য্য,
বৈরিতেও এইরূপে দয়া তব প্রকটিত। ২০

তব এ পরাক্রমের আছে কি উপমা ভবে?
শত্রুভয়-কার্য্য-হারী কোথায় রূপ এমন?
চিত্তে কৃপা, সমরের নিষ্ঠুরতা, ত্রিভুবনে
হে দেবি বরদে! করি তোমাতেই দরশন। ২১

ত্রৈলোক্য মেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবন্নমস্তে ॥২২॥
শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ।২৩
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্ম শূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥২৪॥

ত্রৈলোক্য অখিল এই রিপুনাশে করি ত্রাণ,
বধিয়া সমর ক্ষেত্রে পাঠাইলা যত অরি
দিব্যলোকে ; আমাদের উন্মদ সুরারিভয়
করিলে সুদূরীকৃত,—তোমাকে প্রণাম করি ।২২
শূলে রক্ষ আমাদেরে, রক্ষ খড়্গে, হে অম্বিকে !
ঘণ্টাস্বনে কর রক্ষা, রক্ষ ধনুর্গুণে,
রক্ষ পূর্ব্বে, পশ্চিমেতে, চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে,
উত্তরে রক্ষ ঈশ্বরি নিজ শূল আস্ফালনে। ২৩ ।২৪

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈরক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥২৫
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ ॥২৬

ঋষিরুবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চ্চিতাংজগতাংধাত্রীতথাগন্ধানুলেপনৈঃ॥২৭॥

যেই সৌম্যারূপে কর ত্রিলোকেতে বিচরণ—
অতি ঘোরা, তাহে রক্ষ সর্ব্বরূপে সুরাদিকে,
খড়্গ শূল গদা অস্ত্র কর-পল্লব শোভন,—
সর্ব্বরূপে আমাদেরে রক্ষ তাহে, হে অম্বিকে!২৫।২৬

ঋষি কহিলেন।

করি স্তুতি সুরগণ নন্দন কুসুমগণে
পূজিলা জগত ধাত্রী সুগন্ধ অনুলেপনে। ২৭

ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দ্দিব্যৈ ধূর্পৈস্তু ধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্॥২৮

দেব্যুবাচ।

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্
দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা॥২৯॥

দেবা ঊচুঃ।

ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ॥৩০॥

দেব দ্বারা ভক্তিভার ধূপেতে হয়ে ধূপিত।
কহিলা প্রণত সুরে সুমুখী সুপ্রসন্নিতা। ২৮

দেবী কহিলেন।

কহ সর্ব্ব দেবগণ তোমাদের কি বাঞ্ছিত ?
দিব আমি হয়ে স্তবে সুপূজিতা, অতি প্রীত। ২৯

দেবতারা কহিলেন।

করিলেন ভগবতী সব, কিছু নাহি আর
যখন মহিষাসুর হত শত্রু দেবতার। ৩০

যদিবাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতাত্বংনোহিংসেথাঃপরমাপদঃ৩১
যশ্চ মর্ত্ত্যস্তবৈরেভিস্ত্বাংস্তোষ্যত্যমলাননে।
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্ ॥৩২॥
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্ব্বদাম্বিকে॥৩৩

ঋষিরুবাচ।

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জ্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভুবান্তর্হিতা নৃপ ॥৩৪॥

তবু যদি দিবে বর আমাদের মহেশ্বরি!
নাশিও পরমাপদ যখন আমরা স্মরি। ৩১
যে নর এ স্তবে তোমা তুষিবে অমলাননে!
সমৃদ্ধি বিভবে তাকে, সম্পদ স্ত্রী পুত্র ধনে, ৩২
বাড়াও অম্বিকে! তুমি প্রসন্না যে দেবগণে। ৩৩

ঋষি কহিলেন।

জগত ও দেব তরে এরূপে হ'য়ে প্রার্থিতা,
"তাই হউক"—বলি কালী হইলেন অন্তর্হিতা। ৩৪

ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্ত্রয়হিতৈষিণী॥৩৫॥
পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥৩৬
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে॥৩৭॥
ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে শক্রাদিস্তুতির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়।

কহিলাম যথা পূর্ব্বে হইলা সম্ভূতা তিনি
দেব দেহ হ'তে দেবী, ত্রিজগত হিতৈষিণী। ৩৫
যেই রূপে হইলেন গৌরী দেহা পুনর্ব্বার,
বধিতে নিশুম্ভ শুম্ভ দুষ্ট দৈত্য দুরাচার, ৩৬
সাধিতে দেবের হিত রক্ষিবারে লোকগণ—
আখ্যাত করিব আমি শুন সেই বিবরণ। ৩৭

ইতি শক্রাদি স্তুতি নামক চতুর্থ মাহাত্ম্য।

পঞ্চম মাহাত্ম্য।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ঋষিরুবাচ।

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ॥১॥
তাবেব সূর্য্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ॥২॥

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

হরিল ইন্দ্রের পূর্ব্বে শুম্ভ ও নিশুম্ভদ্বয়
ত্রৈলোক্য ও যজ্ঞ ভাগ করি মদ বলাশ্রয়। ১
সূর্য্যত্ব, চন্দ্রত্ব, তারা সেই রূপে অধিকার
করিলে, ও কুবেরত্ব, যাম্য, বরুণত্ব আর। ২

তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্ব্বহ্নিকর্ম্ম চ ॥
ততোদেবাবিনির্দ্ধূতাভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥৩॥
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ।
মহাসুরাভ্যান্তান্দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্ ॥৪॥
তয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥৫॥
ইতি কৃত্বা মতিন্দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্রততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ॥৬॥

লইল পবন-ঋদ্ধি, বহ্নি-কর্ম্ম দুর্ব্বিনীত,
ভ্রষ্ট রাজ্য দেবগণ নিষ্কাসিত, পরাজিত। ৩
হৃতরাজ্য, মহাসুর হস্তে, লভি নির্ব্বাসন,
সে দেবী অপরাজিতা স্মরিলেক দেবগণ। ৪
দিলা বর,—"আপদেতে স্মরিলে অমর গণ,
নাশিব পরমাপদ তোমাদের সেইক্ষণ"। ৫
ইহা মনে করি গিয়া নগেশ্বর হিমাচলে,
দেবী বিষ্ণু মায়া স্তুতি করিল দেব সকলে। ৬

দেবা উচুঃ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ
নমঃপ্রকৃত্যৈভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাং॥৭
রৌদ্রায়ৈনমোনিত্যায়ৈগৌর্য্যৈধাত্র্যৈনমোনমঃ।
জোৎস্নায়ৈচেন্দুরূপিণ্যৈসুখায়ৈসততংনমঃ॥৮॥
কল্যাণ্যৈপ্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ
নৈর্ঋত্যৈভূভৃতাংলক্ষ্ম্যৈসর্ব্বাণ্যৈতেনমোনমঃ॥৯
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ১০

দেবগণ কহিলেন।

দেবী, মহাদেবী, শিবা, প্রণাম তাঁকে সতত
প্রকৃতি ভদ্রাকে আর প্রণাম করি নিয়ত। ৭
রৌদ্রা, নিত্যা, গৌরী, ধাত্রী, প্রণাম তাঁকে প্রণাম,
জ্যোৎস্না, চন্দ্ররূপিণী, সুখাকে সদা প্রণাম। ৮
নমস্কার বৃদ্ধি, সিদ্ধি, কল্যাণীকে নমস্কার
নৈর্ঋতী ও রাজলক্ষ্মী, সর্ব্বাণীকে নমস্কার। ৯
দুর্গা, দুর্গা পারা, সারা, সর্ব্বকারিণীকে আর,
খ্যাতা, কৃষ্ণা, ধূম্রাকেও করি সদা নমস্কার। ১০

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈঃদেব্যৈকৃত্যৈনমোনমঃ১১
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।"
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১২॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৩॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৪॥

অতি সৌম্যা. অতি রৌদ্রা, করি তাঁকে নমস্কার,
জগত প্রতিষ্ঠা দেবী তাঁকে করি নমস্কার। ১১
যেই দেবী সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া খ্যাত নাম,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১২
যে দেবীর সর্ব্বভূতে চেতনা এ অভিধান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১৩
যে দেবীর সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১৪

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৫॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৬॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৭॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥১৮॥

যে দেবীর সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাকে প্রণাম। ১৫
যে দেবীর সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১৬
যে দেবীর সর্ব্বভূতে ছায়ারূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১৭
যে দেবীর সর্ব্বভূতে, শক্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে. প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ১৮

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥১৯॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২০॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২১॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২২॥

যে দেবীর সর্ব্বভূতে তৃষ্ণা রূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ১৯
যে দেবীর সর্ব্বভূতে ক্ষান্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২০
যে দেবীর সর্ব্বভূতে জাতিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২১
যে দেবীর সর্ব্বভূতে লজ্জারূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম । ২২

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৩॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৪॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৫॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৬॥

যে দেবীর সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৩
যে দেবীর সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধারূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৪
যে দেবীর সর্ব্বভূতে কান্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৫
যে দেবীর সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৬

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৭॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৮॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৯॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩০॥

যে দেবীর সর্ব্বভূতে বৃত্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৭
যে দেবীর সর্ব্বভূতে, স্মৃতিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৮
যে দেবীর সর্ব্বভূতে দয়ারূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ২৯
যে দেবীর সর্ব্বভূতে তুষ্টিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে প্রণাম তাঁকে, প্রণাম। ৩০

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩১॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩২॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততংতস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ৩৩
চিতিরূপেণ যাকৃৎস্নমেতৎ ব্যাপ্য স্থিতাজগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ ননোনমঃ॥৩৪॥

যে দেবীর সর্ব্বভূতে, মাতৃরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ৩১
যে দেবীর সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে সংস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ৩২
সর্ব্বভূত ইন্দ্রিয়েতে যে দেবীর অধিষ্ঠান,—
যাহা সর্ব্বভূতে ব্যাপ্তা—প্রণাম পুনঃ প্রণাম। ৩৩
চিৎরূপে সর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপি যাঁর অবস্থান,
প্রণাম, প্রণাম তাঁকে, প্রণাম তাঁকে প্রণাম। ৩৪

স্তুতাসুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তুচাপদঃ ॥৩৫॥
যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ ॥৩৬

পূর্ব্বে সুরগণে স্তুতা ইষ্ট তরে,
সুরেন্দ্রে সেবিতা নিত্য অবিরাম,
বিনাশি আপদ্ শুভ বিধায়িনী!
কর আমাদের মঙ্গল বিধান।৩৫
উদ্ধত অসুরে তাপিত আমরা,
যেই ঈশ্বরীকে নমিনু এখন
ভক্তি নম্র দেহে, স্মরিলে যাঁহাকে
সকল আপদ নাশেন তখন। ৩৬

ঋষিরুবাচ।

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্ব্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন ॥৩৭॥
সাব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা।
শরীর কোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাব্রবীচ্ছিবা ॥৩৮॥
স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তেশুম্ভদৈত্যংনিরাকৃতৈঃ
দেবৈঃসমেতৈঃসমরেনিশুম্ভেনপরাজিতৈঃ॥৩৯॥
শরীরকোষাদ্যত্তস্যা পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌষিকীতিসমাখ্যাতাততোলোকেষু গীয়তেঽ০

ঋষি কহিলেন।

এরূপে করিলে স্তুতি দেবেরা, তবে পার্ব্বতী
গেলেন জাহ্নবিজলে স্নান হেতু নরপতি। ৩৭
কহিলা সে সুভ্রূ দেবে—"করিছ স্তুতি কাহার"
উত্তরিলা শিবা, দেহ-কোষ-সমুদ্ভূতা-তাঁর,— ৩৮
"করিছে আমার স্তুতি শুম্ভ দৈত্য নিরাকৃত
দেবেরা, নিশুম্ভ-সহ সমরেতে পরাজিত।" ৩৯
পার্ব্বতী-শরীর-কোষ-নিঃসৃত সে অম্বিকায়
'কৌষিকী' আখ্যাতি দিয়া সমস্ত লোকেতে গায়। ৪০

তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাহভূৎসাপি পার্ব্বতী
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥৪১॥
ততোঽম্বিকাং পরং রূপংবিভ্রাণাং সুমনোহরং
দদর্শ চণ্ডোমুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৪২॥
তাভ্যাং শুম্ভায়চাখ্যাত অতীব সুমনোহরা।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাষয়ন্তীহিমাচলং॥৪৩॥
নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমং।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চসুরেশ্বর ॥৪৪

হ'য়ে বিনির্গত কৃষ্ণা হইলা দেবী অম্বিকা
চলি গেলা হিমাচলে হইয়া খ্যাতা কালিকা। ৪১
করিল সে অম্বিকার সুন্দর রূপ পরম
শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড মুণ্ড দরশন। ৪২
কহিল শুম্ভেরে তারা—"মনোহরা, মহাবল!
কেবা নারী নিরুপমা দীপিতেছে হিমাচল। ৪৩
দেখি নাই কারো কভু তাদৃশ রূপ উত্তম;
জান কে সে দেবী, কর অসুরেশ্বর! গ্রহণ। ৪৪

স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্দ্রষ্টুমর্হতি॥৪৫
যানি রত্নানি মণয়োগজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো।
ত্রৈলোক্যেতু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে॥৪৬
ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ॥৪৭
বিমানং হংসসংযুক্ত মেতত্তিষ্ঠতি তেহঙ্গনে।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্বেধসোদ্ভূতং ॥৪৮॥

স্ত্রীরত্ন চারু অঙ্গিনী তেজে দিক্ উজ্জলিত,
বিরাজে, দৈত্যেন্দ্র তাকে দেখা তব সমুচিত। ৪৫
আছে প্রভো! যেই রত্ন মণি গজ অশ্বগণ
ত্রৈলোক্যেতে, সবে এবে দীপিছে তব ভবন। ৪৬
আনিয়াছ ইন্দ্র হ'তে গজরত্ন ঐরাবত,
পারিজাত তরু, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা সেই মত। ৪৭
হংসযুক্ত রথ তব অঙ্গনেতে বিরাজিত,
আছিল ব্রহ্মার যাহা অদ্ভুত রত্ন-ভূষিত। ৪৮

নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধি র্মালামম্লানপঙ্কজাং॥৪৯
ছত্রন্তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ৫০
মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে॥৫১॥
নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ।
বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী॥৫২॥

কুবের হ'তে আনিত মহাপদ্ম নিধি আলা,
কিঞ্জল্কিনী দিলা সিন্ধু অম্লান পঙ্কজমালা। ৪৯
তব গেহে বরুণের স্বর্ণস্রাবী ছত্র ছায়া,
তেমতি স্যন্দনবর, ব্রহ্মার আছিল যাহা। ৫০
মহাশক্তি উৎক্রান্তিদা যমের হয়েছে হৃত.
করেছে পাশীর পাশ তোমার ভ্রাতা গৃহিত। ৫১
নিশুম্ভের সিন্ধুজাত সমুদয় রত্নগণ;
অনল দিলা তোমাকে অগ্নিশৌচ বিবসন। ৫২

এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্নগৃহ্যতে ॥৫৩॥

ঋষিরুবাচ।

নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরং॥৫৪॥
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথাকার্য্যংত্বয়ালঘু॥৫৫

এরূপে সমস্ত রত্ন করিয়াছ আহরণ!
কল্যাণি স্ত্রীরত্ন কেন কর না তুমি গ্রহণ?" ৫৩

ঋষি কহিল।

শুম্ভ সে চণ্ড মুণ্ডের বচন করি শ্রবণ,
করিল দেবীর কাছে সুগ্রীব দূত প্রেরণ। ৫৪
এরূপ করিবে গিয়া যাতে সে বচনে মম
প্রীতীতে আইল শীঘ্র, কর তথা আচরণ। ৫৫

স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশহতি শোভনে
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণংমধুরয়াগিরা॥৫৬

দূত উবাচ ।

দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশ মিহাগতঃ৫৭
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু ।
নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ॥৫৮॥

দেবী যে শোভন শৈলে তথায় করি গমন,
মৃদুল মধুর ভাষে করিল সে নিবেদন । ৫৬

দূত কহিল ।

দেবি ! দৈত্যেশ্বর শুম্ভ ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বর,
তাঁহার প্রেরিত দূত তব কাছে এ কিঙ্কর । ৫৭
সকল দেবতাগণে যাঁর আজ্ঞা অব্যাহত,
কহিল অখিল জয়ী দৈত্যে শুন যেই মত । ৫৮

মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞ ভাগানহং সর্ব্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্॥৫৯
ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নানি হৃত্বা দেবেন্দ্রবাহনং ॥৬০॥
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎপ্রণিপত্য সমর্পিতং॥৬১
যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্ব্বেষূরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে॥৬২॥

" অখিল ত্রেলোক্য মম, দেবগণ বশে মম,
পৃথক পৃথক আমি ভুঞ্জি যজ্ঞভাগ গণ। ৫৯
ত্রৈলোক্যেতে শ্রেষ্ঠ রত্ন অশেষ বশেতে মম,
হরিয়াছি গজরত্ন তথা দেবেন্দ্র বাহন। ৬০
ক্ষীরোদ মথনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর,
সমর্পিল প্রণিপাত করিয়া যত অমর। ৬১
যাহা ছিল অন্য দেবে, গন্ধর্ব্ব, উরগগণে
রত্নরূপ সেই সব আমাতে আছে, শোভনে। ৬২

স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ং
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ং ॥৬৩॥
মাম্বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমং।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ ॥৬৪॥
পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।
এতৎ বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ॥৬৫

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতাজগৌ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৬৬

তোমাকে স্ত্রীরত্নভূত ত্রিলোক আমরা মানি,
তুমি আমাদের কাছে এস রত্নভোগী জানি। ৬৩
আমাকে, বা মমানুজ নিশুম্ভ মহাবিক্রম,
ভজ হে চঞ্চলাপাঙ্গি! রত্নভূত নারী ধন। ৬৪
অতুল পরমৈশ্বর্য্য পাইবে করি বরণ।
ইহা আলোচনা করি আমাকে কর গ্রহণ। ৬৫

ঋষি কহিলেন।

শুনিয়া গম্ভীরা দেবী হাসিলেন মনে তিনি,—
দুর্গা, ভগবতী, ভদ্রা, জগত ধারিণী যিনি। ৬৬

দেব্যুবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিত্ত্বয়োদিতং।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃশুম্ভোনিশুম্ভশ্চাপিতাদৃশঃ৬৭
কিন্তু ত্র যৎপ্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎক্রিয়তে কথং
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা॥৬৮॥
যো মাং জয়তি সংগ্রামেযোমেদর্পংব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলোলোকেসমেভর্ত্তাভবিষ্যতি॥৬৯
তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বাকিঞ্চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্লাতু মে লঘু৭০

দেবী কহিলেন।

কিছু নহে মিথ্যা, সত্য কহিলে এ কথা যত,
ত্রৈলোক্য ঈশ্বর শুম্ভ নিশুম্ভও সেইমত। ৬৭
ক'রেছি প্রতিজ্ঞা কিন্তু মিথ্যা কিসে করি পুনঃ?
অল্প বুদ্ধি হেতু পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি শুন। ৬৮
যে আমাকে জিনে রণে, করে দর্প চূর্ণ মম,
যে আমার প্রতিযোগী ভর্ত্তা হবে সেই জন। ৬৯
করি শুম্ভ কি নিশুম্ভ মহাসুর আগমন
আমাকে জিনিয়া শীঘ্র করুক পাণিগ্রহণ। ৭০

দূত উবাচ।

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যেকঃপুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রেশুম্ভনিশুম্ভয়োঃ৭১
অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্ব্বেদেবা ন বৈ যুধি
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবিকিংপুনঃ স্ত্রীত্বমেকিকা॥৭২
ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্য্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথন্তেষাংস্ত্রীপ্রযাস্যসি সংমুখং৭৩
সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ
কেশাকর্ষণনির্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥৭৪॥

দূত কহিল।

নিশ্চয় প্রলাপ দেবি! কহিতেছ মম কাছে
শুম্ভ নিশুম্ভের আগে তিষ্ঠে কে ত্রিলোকে আছে? ৭১
অন্য দৈত্যদেরও আগে নাহি তিষ্ঠে দেবগণ
একাকিনী নারী তুমি পুনঃ কি করিবে রণ?। ৭২
যাহাদের যুদ্ধে নাহি তিষ্ঠে ইন্দ্র দেবগণ,
সেই শুম্ভদের আগে করিবে নারী গমন?—৭৩
শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে যাও তুমি রাখ কথা;
অগৌরবা কেশাকৃষ্টা অন্যথা যাইবে তথা। ৭৪

দেব্যুবাচ।

এবমেতদ্বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্য্যবান্।
কিংকরোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতাপুরা॥৭৫
স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তন্তে যদেতৎ সর্ব্বমাদৃতঃ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ॥৭৬

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দূতসম্বাদো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

দেবী কহিলেন।

এমনই বলী শুম্ভ, নিশুম্ভও বীর্য্যবান্।
কি করি প্রতিজ্ঞা মম কহিয়াছি, নহে আন। ৭৫
যাও তুমি মম কথা এইরূপে সর্ব্বাদৃত
কহ গিয়া অসুরেন্দ্রে করুক যাহা বিহিত। ৭৬

ইতি দূত সম্বাদ নামক পঞ্চম মাহাত্ম্য।

ষষ্ঠ মাহাত্ম্য।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ঋষিরুবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥১॥
তস্য দূতস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনং ॥২

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

দেবীর বচন শুনি সে দূত ক্রোধ পূরিত
দৈত্য রাজ কাছে গিয়া কহিলেক বিস্তারিত। ১
শুনিয়া অসুর রাজ দূত বাক্য সেইক্ষণে
সক্রোধে কহিলা দৈত্য-অধিপ ধূম্রলোচনে। ২

শুম্ভোবাচ।

হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাং ॥৩॥
তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিৎ যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরোবাপি যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা ॥৪

ঋষিরুবাচ।

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ॥৫॥

শুম্ভ কহিলেন।

হে ধূম্রলোচন! তুমি বেষ্টিত স্বসৈন্য গণে
আন বলে সে দুষ্টাকে বিহ্বলা কেশাকর্ষণে। ৩
পরিত্রাণকারী তার থাকে যদি কোনজন—
হউক অমর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব,—করি হনন। ৪

ঋষি কহিলেন।

হইয়া অজ্ঞাপ্ত শীঘ্র সে দৈত্য ধূম্রলোচন
অসুর সহস্র ষষ্টি সহ চলে সেইক্ষণ। ৫

স দৃষ্ট্বা তাং ততোদেবীংতুহিনাহচলসংস্থিতাং
জগাদোচ্চৈঃ প্রযাহীতি মূলংশুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥৬
নচেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্ত্তারমুপৈষ্যতি।
ততো বলান্নয়ামেষে কেশাকর্ষণবিহ্বলাং ॥৭॥

দেব্যুবাচ।

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিন্তে করোম্যহং॥৮॥

তুহিন-অচল-স্থিতা দেবীকে করি দর্শন,
শুম্ভ নিশুম্ভের কথা কহিল উচ্চে তখন। ৬
" প্রীতীতে প্রভুর কাছে না যাও যদি অবলা,
নিব তার ধরি বলে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা।" ৭

দেবী কহিলেন।

বলবান্ বলযুত পাঠাইলা দৈত্যস্বামি,
বল যদি নেও তুমি, কি আর করিব আমি ?। ৮

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবত্তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈবতং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ ॥৯॥
অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাং।
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথাশক্তি পরশ্বধৈঃ ॥১০॥
ততো ধূতশটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবং
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহোদেব্যাঃস্ববাহনঃ॥১১

ঋষি কহিলেন।

ইহা শুনি দেবী প্রতি ধাইল ধূম্রলোচন।
হুঙ্কারে অম্বিকা, ভস্ম করিলেন সেইক্ষণ। ৯
অসুরের মহাসৈন্য ক্রোধে অম্বিকার প্রতি,
বর্ষিল পরশু শক্তি, সায়ক সুতীক্ষ্ণ অতি। ১০
দেবীর বাহন সিংহ, কম্পিত কেশর সব,
পড়িল অসুর সৈন্যে করিয়া ভৈরব রব। ১১

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যাচাধরেণান্যান্ জঘান সুমহাসুরান্॥১২
কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥১৩
বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাঽপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধৃতকেশরঃ॥১৪
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা॥১৫

কাহাকে কর প্রহারে, অপর দৈত্য বদনে
আক্রমি অধরে অন্যে নাশিল অসুরগণে। ১২
বিদীর্ণ উদর কারো হলো নখে কেশরীর।
তল প্রহারেতে কারো হইল পৃথক শির। ১৩
বিচ্ছিন্ন মস্তক বাহু হইল তাহে অপর।
অন্যের উদর রক্ত খাইল ধৃতকেশর। ১৪
দেবীর বাহন সেই কেশরী অতি কোপন,
ক্ষণেকে সকল সৈন্য বিনাশিল মহাত্মন্। ১৫

শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনং।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবীকেশরিণা ততঃ ॥১৬
চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥১৭
হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্ব্বহুভিঃ পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥১৮॥
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি।
তদা শেষায়ুধৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাং ॥১৯

শুনিয়া, করিল দেবী নিহত ধূম্রলোচন,
নাশিল সকল সৈন্য কেশরী দেবী বাহন, ১৬
কোপিল দৈত্যাধিপতি শুম্ভ প্রস্ফুরিতাধর,
চণ্ড মুণ্ড মহাসুরে আজ্ঞা দিল অতঃপর। ১৭
" হে চণ্ড! হে মুণ্ড! সৈন্য লয়ে সঙ্গে বহুতর,
" যাও তথা, গিয়া তাকে আন হেতা শীঘ্রতর। ১৮
" কেশে ধরি, বান্ধিয়া বা যদি তব লয় মনে
" যুদ্ধেতে অশেষ অস্ত্রে আঘাতি অসুরগণে। ১৯

তস্মাংহতায়াংদুষ্টায়াংসিংহেচবিনিপাতিতে ।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধা গৃহীত্বা ত্বাংমথাম্বিকাং॥২

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যেধূম্রলোচনবধোনাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

" দুষ্টাকে আহত করি, বিনাশিয়া সিংহবর,
" বাধিয়া লইয়া এস অম্বিকাকে শীঘ্রতর ।" ২০

ইতি ধূম্রলোচন বধনামক ষষ্ঠ মাহাত্ম্য ।

সপ্তম মাহাত্ম্য।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ঋষিরুবাচ।

আজ্ঞপ্তাস্তু ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।
চতুরঙ্গ-বলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥১॥
দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাং।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে॥২

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

আজ্ঞা পেয়ে দৈত্যগণ চণ্ড মুণ্ড পুরঃসর,
চতুরঙ্গ সৈন্যসহ চলিল উদ্যত শর।। ১
দেখিল ঈষদ হাস্যে স্থিতা দেবী অতঃপর,
মহতী কাঞ্চন শৃঙ্গে শৈলেন্দ্রেতে সিংহোপর। ২

তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমঞ্চক্রুরুদ্যতাঃ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ ॥৩॥
ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যাবদনং মসীবর্ণমভূত্তদা ॥৪॥
ভ্রুকুটিকুটীলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতং।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥৫॥
বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা।
দ্বীপি চর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা ॥৬॥

দেখিয়া হলো উদ্যত করিতে তাঁকে গ্রহণ,
আকর্ষিয়া চাপ, অসি ধরি গেল অন্য জন। ৩
অম্বিকা করিলা অতি কোপ অরিগণ প্রতি,
ক্রোধে মসীবর্ণ মুখ হইল ভীষণ অতি। ৪
ললাট ফলক হতে—ভ্রূকুটি কুটিলাননী,—
করাল বদনা কালী জন্মিলা অসি পাশিনী। ৫
বিচিত্র খট্টাঙ্গ-ধরা, নরমালা বিভূষণা,
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানা, শুষ্ক মাংসা বিভীষণা। ৬

অতি বিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিত দিঙ্মুখা ॥৭॥
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যেতত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলং ॥৮॥
পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহি যোধঘণ্টা সমন্বিতান্।
সমাদায়ৈক হস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্ ॥৯
তথৈব যোধন্তুরগৈ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবং ॥১০॥

কি ভীষণ লোল জিহ্বা! কিবা মুখ বিস্তারিত,
নিমগ্ন রক্ত নয়ন দিঙ্‌মুখ নাদে পূরিত। ৭
বেগে পড়ি নাশিতেছে প্রবল অসুরগণ,
সুরারীর সৈন্যে পড়ি করিছে সৈন্য ভক্ষণ। ৮
পার্ষ্ণি ও অঙ্কুশ গ্রাহী যোধ-ঘণ্টা-সমন্বিত
হস্তিগণ, একহস্তে করে মুখে নিক্ষেপিত। ৯
যোদ্ধা সহ অশ্ব, রথ সহিত সারথিগণ,
নিক্ষেপিয়া মুখে, দন্তে করিছে ভীম চর্ব্বন। ১০

কং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরং।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্য মুরসান্যমপোথয়ৎ ॥১১॥
তে মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথা সুরৈঃ।
খেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্ম্মথিতান্যপি ॥১২॥
লিনাং তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং মহাত্মনাং।
র্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ত্তথা ॥১৩॥
গিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্টাঙ্গতাড়িতাঃ
র্ব্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥১৪॥

হাকে ধরিয়া কেশে গ্রীবা ধরি অন্যজন,
আক্রমিয়া কাকে পদে, বক্ষে, করে নিপতন। ১১
অসুরের নিক্ষেপিত মহা অস্ত্র শস্ত্র যত,
সিতেছে ক্রোধে, দন্তে করিতেছে বিমথিত। ১২
বলী, মহাবীর, অসুরের সৈন্যগণ,—
দন্তে ভক্ষিছে কাকে, করিছে কাকে তাড়ন। ১৩
সিতে নিহত কেহ, কেহ খট্টাঙ্গ তাড়িত,
গ্রে আহত হ'য়ে হইতেছে বিনাশিত। ১৪

ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং নিপাতিতং।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাবতাংকালীমতিভীষণাং।১৫
শরবর্ষৈর্ম্মহাভিমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ॥১৬॥
তানি চক্রাণ্যনেকানি বিষমানানি তন্মুখং।
বভূর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরং ॥১৭॥
ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দ্দুর্দ্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥১৮॥

ক্ষণেকে সকল সৈন্য অসুরের নিপাতিত
দেখি চণ্ড, হ'লো ভীমা কালিকা প্রতি ধাবিত। ১৫
মুণ্ডাসুরও ভীমাক্ষীকে বর্ষি মহা ভীম শর,
সহস্র সহস্র চক্রে ছাইল সে কলেবর। ১৬
সে সব অনেক চক্রে তাঁর মুখ ভয়ঙ্কর,
হ'লো যথা বহু অর্ক-বিম্ব-পূর্ণ ঘনোদর। ১৭
ভৈরব নাদিনী ভীমা হাসিলেন খল খল;
কালীর করাল মুখ দুর্দর্শ দশনোজ্জ্বল। ১৮

উত্থায় চ মহাসিংহং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ॥১৯
অথ মুণ্ডোঽভ্যধাবত্তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতং
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা॥২০
হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতং।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্য্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরং॥২১॥
শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাং॥২২॥

আরোহিয়া মহা সিংহ, হুঙ্কার করি গভীর,
কেশেতে ধরিয়া তার খড়্গে কাটিলেন শির। ১৯
ধাইলেক মুণ্ড তবে দেখি চণ্ড বিনাশিত,
তাহাকে করিলা খড়্গে ভূমিতলে নিপাতিত। ২০
হতশেষ সৈন্যগণ দেখি হত চণ্ডাসুর
মহাবীর্য্য মুণ্ড হত, পলাইল ভয়াতুর। ২১
চণ্ড ও মুণ্ডের শির লয়ে করে কালিকায়,
হাসি মহা অট্টহাসি, কহিলেন চণ্ডিকায়,—২২

ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশু।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥২৩॥

ঋষিরুবাচ।

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ॥২৪

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা তমুপাগতা।
চামুণ্ডেতিততোলোকেখ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥২৫

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যেচণ্ডমুণ্ডবধোনাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

"মহাপশু চণ্ড মুণ্ড বধিয়াছি, অতঃপর
যুদ্ধ যজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভে নিশুম্ভে হনন কর।" ২৩

ঋষি কহিলেন।

চণ্ড মুণ্ড অম্বরের দেখিয়া শির আনীত,
কল্যাণী চণ্ডিকা বাণী কহিলেন সুললিত—২৪

"চণ্ড মুণ্ড বধি তুমি হইয়াছ উপস্থিত,
চামুণ্ডা নামেতে তুমি হইবে লোকে পূজিত।" ২৫

ইতি চণ্ড মুণ্ড বধ নামক সপ্তম মাহাত্ম্য।

অষ্টম মাহাত্ম্য।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ঋষিরুবাচ।

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেস্বসুরেশ্বরঃ ॥১॥
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্।
উদ্যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশহ॥২

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

হ'লে চণ্ড বিনিহত, মুণ্ড ও বিনিপাতিত,
বহু বল বহু সৈন্য হইলে সর্ব্ব ক্ষয়িত, ১
তখন প্রতাপী শুম্ভ ক্রোধেতে অধীর মন,
আদেশিল দৈত্য সৈন্য সাজিতে করিতে রণ। ২

অদ্য সর্ব্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বূনাং চতুরশীতিনির্য্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ ॥৩॥
কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া ॥৪॥
কালকা দৌহৃর্তামৌর্য্যাঃকালকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্য্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম ॥৫॥
ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জ্জগাম মহাসৈন্য সহস্রৈর্ব্বহুভির্বৃতঃ ॥৬॥

" দৈত্য ষড়শীতি সহ সর্ব্ব-বল শস্ত্রোত্থিত,
" চৌরাশী কম্বূ-কুলজ যাক হ'য়ে সৈন্যাবৃত।৩
" কোটি বীর্য্য নামধারি পঞ্চাশত কুলগণ
" ধৌম্র নামা শত কুল, যাউক আজ্ঞায় মম। ৪
" কালকা, দৌহৃতা, মৌর্য্যা, কালকেয়, বীরগণ,
" সাজিয়ে যুদ্ধের সাজে, যাউক আজ্ঞায় মম।" ৫
আজ্ঞা দিয়া অসুরপতি শুম্ভ ভৈরব-শাসন,
বহুল সহস্র সৈন্যে করিল যুদ্ধে গমন। ৬

আয়তং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমতিভীষণং।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগণান্তরং ॥৭॥
ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্নাদানম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ ॥৮॥
ধনুর্জ্যা সিংহঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালীজিগ্যেবিস্তারিতানন॥৯॥
তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দ্দিশং।
দেবীসিংহস্তথাকালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ॥১০

দেখিয়া চণ্ডিকা সৈন্য আসিছে অতি ভীষণ,
ধনুর টঙ্কারে পূর্ণ করিলা ধরা গগণ। ৭
করিল ভীষণ নাদ নৃপ! সিংহ মহাকায়,
ঘণ্টাস্বনে সেই নাদ বাড়াইলা অম্বিকায়। ৮
ধনু, সিংহ, ঘণ্টা শব্দে আপূরিত দিঙ্‌মণ্ডল।
নিনাদে জিনিলা কালী বিস্তারিয়া মুখোজ্জ্বল। ৯
দৈত্য সৈন্য চতুর্দ্দিকে সে নিনাদ হয়ে শ্রুত
দেবীসিংহ আর কালি সরোষেতে পরিবৃত। ১০

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাং।
ভব্যায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতাঃ ॥১১॥
ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ॥১২
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণ বাহনং।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥১৩॥
হংসযুক্ত বিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥১৪॥

এমন সময়ে ভূপ! সুর-শত্রু নাশিবারে
অতি বীর্য্য অমরের শুভ কার্য্য সাধিবারে, ১১
বাহিরি শরীর হতে গেল কাছে চণ্ডিকার,
ব্রহ্মার বিষ্ণুর শক্তি, কার্ত্তিক ইন্দ্রের আর। ১২
যে দেবের যেই রূপ ভূষণ বাহন
সেইরূপে শক্তি তাঁর করিল যুদ্ধে গমন। ১৩
অক্ষসূত্র কমণ্ডলু করে, হংস-যুক্ত রথে,
আসিল ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী খ্যাত জগতে। ১৪

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥১৫॥
কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী॥১৬॥
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োঁপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্র গদাশার্ঙ্গ খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥১৭॥
যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌতত্র বারাহীংবিভ্রতী তনুং১৮

মাহেশ্বরী বৃষারূঢা ত্রিশূলবর ধারিণী,
মহতি বলয়া যুতা চন্দ্ররেখা বিশোভিনী। ১৫
ময়ূর-বর বাহনা কৌমারী শক্তিধারিণী,
দৈত্য যুদ্ধে আসিলেন অম্বিকা গুহ রূপিণী। ১৬
তেমতি বৈষ্ণব শক্তি গরুড় উপরি স্থিতা,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-খড়্গ-হস্তা উপনীতা। ১৭
হরির অতুল যজ্ঞ-বরাহ রূপে রূপিণী,
সে শক্তি ও গেল তথা বারাহী তনুধারিণী। ১৮

নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ ॥১৯॥
বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরিস্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥২০॥
ততঃ পরিবৃতস্তাভিরিশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাং॥২১
ততো দেবী শরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকা শক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥২২॥

গেল নারসিংহী দেহ নৃসিংহ সদৃশ ধরি,
স্কন্ধের লোম-ক্ষেপে নক্ষত্র বিক্ষিপ্ত করি। ১৯
বজ্র-হস্তা তথা ঐন্দ্রী আরোহিয়া ঐরাবত,
সহস্র নয়না গেল যথা ইন্দ্র সেই মত। ২০
দেব শক্তি পরিবৃত কহিলা ঈশান তবে
চণ্ডিকায়—" কর প্রীতি বধিয়া অসুর সবে।" ২১
বাহিরিল দেবী দেহ হইতে ভীষণাননী
চণ্ডিকা অত্যুগ্রা শক্তি শত শিবা নিনাদিনী। ২২

সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূত ত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥২৩
ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্ব্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥২৪॥
ত্রৈলোক্যমিন্দ্রোলভতাং দেবাঃসন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রযাত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ॥২৫॥
বলাবলে পাদথচেদ্ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ॥২৬॥

ঈশানে ধূম্র-জটিল অপরাজিতা তখন
কহিলা নিশুম্ভ শুম্ভ কাছে যাও ভগবন্! ২৩
"কহ শুম্ভ নিশুম্ভকে দানব অতি গর্ব্বিত,
"অন্য যে দানব আছে যুদ্ধ তরে উপস্থিত, ২৪
"ত্রৈলোক্য লভুক ইন্দ্র, হবির্ভুজ দেবগণ,
"পাতালে প্রয়াণ কর ইচ্ছহ যদি জীবন। ২৫
"বলের মত্ততা হেতু ইচ্ছা কর যদি রণ,
"তোমাদের মাংসে তৃপ্ত হ'ক মম শিবাগণ।" ২৬

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যাশিবঃ স্বয়ং
শিবদূতীতিলোকেঽস্মিন্ততঃসাখ্যাতিমাগতা।২৭
'তেঽপিশ্রুত্বাবচোদেব্যাঃসর্ব্বাখ্যাতংমহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্ব্বতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥২৮
ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষু রুদ্ধতামর্য্যাস্তাং দেবী মমরারয়ঃ ॥২৯॥
সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণান্ শূলচক্র পরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়াধ্মাত ধনুর্মুক্তৈর্ম্মহেষুভিঃ ॥৩০॥

করিলা দৌত্যেতে দেবী স্বয়ং শিব নিয়োজিত,
'শিব দূতী'—এই খ্যাতি হ'ল লোকে প্রচলিত। ২৭
শিব মুখে দেবী বাক্য শুনি মহাসুরগণ,
গেল কাত্যায়নী যথা অমর্ষপূরিত মন। ২৮
শর, শক্তি, ঋষ্টি, বৃষ্টি করিয়া সর্ব্ব প্রথম,
দেবী সহ যুঝে ক্রোধে যত অমরারিগণ। ২৯
সেই বাণ, শূল, চক্র, ধ্বনিত ধনুক ধরি,
পরশু কুঠার সব, কাটিলেন লীলা করি। ৩০

তস্যাগ্রত স্তথাকালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্টাঙ্গপোথিতাং শ্চারীন্ কুর্ব্বতী ব্যচরত্তদা॥৩১
কমণ্ডলু জলাক্ষেপ হতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি॥৩২
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান্জঘানকৌমারীতথাশক্ত্যাতিকোপনা৩৩
ঐন্দ্রী কুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্ব্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘ প্রবর্ষিণঃ৩৪

অগ্রেতে করিয়া কালী শূলপাতে বিদারিত
করিলেন বিচরণ খট্টাঙ্গে করি পাতিত। ৩১
কমণ্ডলু জলক্ষেপে হত বীর্য্য হত বল
করিল ব্রহ্মাণী শক্তি, ধাইতেছে যে সকল। ৩২
বৈষ্ণবী চক্রেতে, তথা ত্রিশূলেতে মাহেশ্বরী
কৌপনা কৌমারী দৈত্য বধিলেন শক্তি ধরি। ৩৩
ঐন্দ্রী বজ্রাঘাতে দৈত্য পড়িলেক অগণন
ভূমিতলে, বিদারিত রুধির করি বমন। ৩৪

তুণ্ড প্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ॥৩৫॥
নখৈর্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা॥৩৬॥
চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যাভিদূষিতাঃ।
পেতুঃপৃথিব্যাংপতিতাংস্তাংশ্চখাদাথসাতদা৩৭
ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্ট্বাহভ্যাপায়ৈর্ব্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ৩৮

তুণ্ড প্রহারে বিধ্বস্ত, বক্ষ দংষ্ট্রাগ্রেতে ক্ষত,
চক্রে বিদারিত করি বারাহী ফেলিলা কত। ৩৫
ভক্ষিয়া বিদারি নখে অন্য মহাসুর দল
নারসিংহী ভ্রমে রণে নাদে পূরি দিঙ্‌মণ্ডল। ৩৬
চণ্ডাট্ট হাসিতে করি শিবদূতী আঘাতিত,
খাইছে অসুরগণ ভূতলে করি পাতিত। ৩৭
করিতেছে মাতৃগণ অসুর ক্রোধে, মর্দ্দন,
দেখি নানামতে নাশে দেবারি সৈনিকগণ, ৩৮

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ৩৯
রক্তবিন্দুর্যদাভূমৌ পততস্য শরীরতঃ।
সমুৎপততি মেদিন্যাস্তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ ॥৪০॥
যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজ মতাড়য়ৎ ॥৪১॥
কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতং।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎ পরাক্রমাঃ॥৪২

মাতৃগণার্দ্দিত দৈত্য দেখি পলায়ণপর,
যুদ্ধার্থে আসিল ক্রুদ্ধ রক্তবীজ বীরবর। ৩৯
দেহ হতে হয় যদি রক্তবিন্দু ভূমি গত,
মেদিনী হইতে জন্মে মহাসুর সেইমত। ৪০
যুঝে ইন্দ্র শক্তি ধরি মহাসুর গদাপাণি,
আঘাতিলা রক্তবীজে ঐন্দ্রী নিজ বজ্রহানি। ৪১
কুলিশ আঘাতে শীঘ্র শোণিত হয়ে পতন,
সমুত্থিত হ'লো যোদ্ধা তদ্রূপ তদ্পরাক্রম। ৪২

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ ॥৪৩॥
তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতি ভীষণং ॥৪৪॥
পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
বরাহ নক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥৪৫॥
বৈষ্ণবী সমরেচৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরং ॥৪৬॥

দেহ হতে রক্তবিন্দু যাবৎ হলো পতিত,
তাবৎ জন্মিল বীর তদ্‌বীর্য্য তদ্‌বলান্বিত। ৪৩
পুরুষ রক্তসম্ভূত যুঝে মাতৃগণ সনে
অত্যুগ্র শস্ত্র নিক্ষেপ অতীব ভীষণ রণে। ৪৪
পুনঃ বজ্রাঘাতে ক্ষত করিলে শির তাহার,
বরাহ নক্ত জনমিল পুরুষ সহস্র আর। ৪৫
করিল চক্রেতে হত বৈষ্ণবী সমরে পরে,
করিল গদায় ঐন্দ্রী তাড়িত অসুরেশ্বরে। ৪৬

বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ॥৪৭॥
শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরং॥৪৮॥
স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ॥৪৯
তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ॥৫০

বৈষ্ণবীর চক্রে ভিন্ন রুধির-স্রাব সম্ভব
সহস্র সহস্রাসুরে ব্যাপিত করিল ভব। ৪৭
কৌমারি শক্তিতে, অসি বারাহী প্রহার করি,
আঘাতিল রক্তবীজে ত্রিশূলেতে মাহেশ্বরী। ৪৮
রক্তবীজ মহাসুর কোপ সমাবিষ্ট মন
করিল গদায় দৈত্য আহত মাতৃকাগণ। ৪৯
বহু শক্তি শূলাহত হইয়া, ভূতলে তার
পড়ি রক্ত, শত শত জন্মিল অসুর আর। ৫০

তৈশ্চাসুরাসৃক্সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীত্ততোদেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমং ॥৫১॥
তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তারং বদনং কুরু॥৫২॥
মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃপ্রতীচ্ছ ত্বংবক্ত্রেণানেনবেগিতা॥৫৩
ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি॥৫৪॥

রক্তজাত সে অসুরে হইল পৃথিবীময়
তাহাতে হইলা ভীত দেবগণ অতিশয়। ৫১
চণ্ডিকা দেখিয়া সেই সুরগণ বিষাদিত,
কহিলা—"চামুণ্ডে! তুমি কর মুখ বিস্তারিত,—৫২
" মম শস্ত্রপাতে রক্তবিন্দু-জাত দৈত্যগণ,
" বেগেতে সকল তব বদনে কর গ্রহণ। ৫৩
" বিচরণ কর রণে ভক্ষি মহাসুরচয়,
" ক্ষীণ রক্ত দৈত্য তবে এইরূপে হবে ক্ষয়। ৫৪

ভক্ষমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে।
ইত্যুক্ত্বা তান্ততো দেবীশূলেনাভিজঘান তং৫৫
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতং।
ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাং ॥৫৬
ন চাস্যা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতোল্পিকামপি।
তস্যাহতস্য দেহাত্ত্ বহু সুস্রাব শোণিতং॥৫৭॥
যতস্ততস্তদ্বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছতি।
মুখে সমুদ্গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ॥৫৮

"তব উগ্র ভক্ষণেতে পুনঃ না জন্মিবে আর।"
ইহা কহি দেবী ত'কে করিলা শূল প্রহার। ৫৫
শোণিত রক্তবীজের লইলা মুখে কালিকা,
হইলেন আঘাতিত গদায় তার চণ্ডিকা। ৫৬
হইলনা ব্যথামাত্র গদাপাতে আবির্ভাব।
আহত হ'লে অসুর হইল শোণিতস্রাব,। ৫৭
চামুণ্ডা সকল রক্ত করিলা মুখে গ্রহণ,
বদনে আসিল যেই রক্ত-জন্মা দৈত্যগণ। ৫৮

তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতং।
দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভির্ঋষ্টিভিঃ॥৫৯॥
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডা পীতশোণিতং।
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ॥৬০॥
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ।
ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ।
তেষাং মাতৃগণো জাতোননর্ত্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ॥৬১

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে রক্তবীজবধঃ সমাপ্তঃ।

খাইলা চণ্ডিকা, রক্ত পান করি সেইক্ষণ,
প্রহারিয়া দেবী শূল, বজ্র, অসি, ঋষ্টি, বাণ, । ৫৯
আঘাতিলা রক্তবীজ, শোণিত করিলা পান,
পড়িল ধরণী পৃষ্ঠে, শস্ত্রজালে সমাহত। ৬০
রক্তবীজ মহাসুর, রক্তহীন, হে সুরথ!
তখন অতুল হর্ষ লভিলা সর্ব্ব দেবতা,
নাচিলেন মাতৃগণ শোণিত-মদ উদ্ধতা। ৬১
ইতি রক্তবীজ বধনামক অষ্টম মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

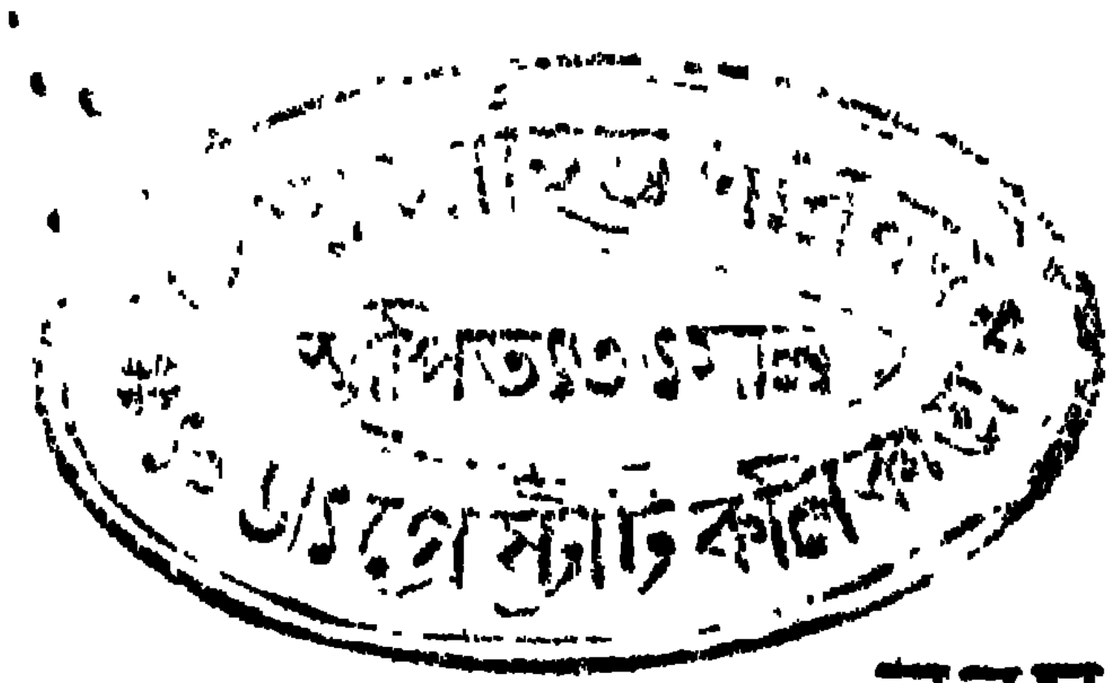

নবম মাহাত্ম্য।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

রাজোবাচ।

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতং॥১॥
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুংরক্তবীজে নিপাতিতে।
চকার শুম্ভোযৎকর্ম্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ॥২॥

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

রাজা কহিলেন।

করিলেন, ভগবন! মম কাছে আখ্যাতিত
রক্তবীজ বধ কথা—বিচিত্র দেবী চরিত। ১
পুনঃ ইচ্ছা শুনি, হলে রক্তবীজ নিপতন
কি কাজ করিল শুম্ভ নিশুম্ভ অতি কোপন।২

ঋষিরুবাচ।

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেসৈন্যেষু চাহবে॥৩॥
হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া॥৪॥
তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ॥৫॥

ঋষি কহিলেন।

রক্তবীজ আহবেতে এইরূপে হ'লে ক্ষয়
করিল অতুল কোপ শুম্ভ ও নিশুম্ভদ্বয়। ৩
মহা সৈন্য দেখি হত ক্রোধেতে আকুল মন
ধাইল নিশুম্ভ তবে লয়ে মুখ্য সেনাগণ। ৪
অগ্রে, পৃষ্ঠে, পার্শ্বে, লয়ে গেল মহাসুরগণ,
দেবীকে বধিতে ক্রোধে অধর করি দংশন। ৫

আজগাম মহাবীর্য্যঃ শুম্ভোঽপি স্বৰলৈর্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎকৃত্বা যুদ্ধন্তুমাতৃভিঃ॥৬
ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্দেব্যা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ॥৭॥
ছিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাংচণ্ডিকাশুশরোৎকরৈঃ
তাড়য়ামাসচাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ॥৮॥
নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গাং চর্ম্মচাদায় সুপ্রভং।
অতাড়য়ন্মূর্দ্ধি সিংহং দেব্যাবাহনমুত্তমং॥৯॥

আসিল ও মহাবীর্য্য শুম্ভ স্বসৈনে বেষ্টিত,
বধিতে চণ্ডিকা, যুঝি মাতৃকাগণ সহিত। ৬
শুম্ভ নিশুম্ভের সহ দেবীর হইল রণ,
মেঘ মত অতি উগ্র করিয়া শর বর্ষণ। ৭
কাটিলা সে শরজাল চণ্ডিকা তাঁহার শরে,
আহত করিলা শস্ত্রে যুগল অসুরেশ্বরে। ৮
নিশুম্ভ নিশিত খড়্গ লইয়া চর্ম্ম ভাস্বর
উত্তম বাহন সিংহে আঘাতিল শিরোপর। ৯

তাড়িতে বাহনে দেবী ক্ষুরপ্রেণাসিমুত্তমং ।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকং ॥১০॥
ছিন্নেচর্ম্মণিখড়্গো চ শক্তিংচিক্ষেপসোঽসুরঃ ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাং॥১১
কোপাধ্মতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ
আয়ান্তং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ॥১২
আবিধ্যাথ গদাংসোঽপিচিক্ষেপচণ্ডিকাংপ্রতি ।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা॥১৩

বাহন তাড়িত দেখি ক্ষুরপ্র দেবী তখন
অষ্টচন্দ্র চর্ম্ম সহ কাটিলা অসি উত্তম। ১০
ছিন্ন চর্ম্ম খড়্গ, শক্তি, নিক্ষেপিল সে অসুর,
আগত সে শক্তি চক্রে কাটি করিলেন দূর। ১১
গর্জ্জিয়া ক্রোধে নিশুম্ভ করিল শূল গ্রহণ,
তাও চূর্ণ মুষ্টিপাতে করিলা দেবী তখন। ১২
ঘুরাইয়া গদা সেও ক্ষেপিল চণ্ডিকা প্রতি,
ত্রিশূলেতে ভিন্ন ভস্ম করিলেন তাহা সতী। ১৩

ততঃ পরশুহস্তন্তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবং।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥১৪॥
তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
ভ্রাতর্য্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাং ॥১৫॥
স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ॥১৬
তমায়ান্তং সমালোক্য দেবীশঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীবদুঃসহং ॥১৭॥

আসিয়া দৈত্যপুঙ্গব তখন পরশু করে,
আঘাতিল, দেবী বাণে ফেলিলেন মহিপরে। ১৪
ভূমিতে পড়িলে ভ্রাতা নিশুম্ভ ভীম বিক্রম
ক্রোধেতে আসিল শুম্ভ অম্বিকা বধ কারণ। ১৫
সরথ উঠিয়া উচ্চে লইয়া আয়ুধ সব
অষ্ট-ভুজে অতুলিত. ব্যাপৃত করিল নভঃ। ১৬
দেবী বাজাইলা শঙ্খ দেখি তাকে উপস্থিত,
ধনুর টঙ্কার শব্দ করিলা সহনাতীত। ১৭

পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্ত দৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা॥১৮॥
ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভ মহামদৈঃ।
পূরয়ামাস গগণং গাস্তথোপদিশো দশ ॥১৯॥
ততঃকালী সমুৎপত্য গগণং ক্ষামতাড়য়ৎ ॥
করাভ্যাংস্তন্নিনাদেনপ্রাক্স্বনাস্তেতিরোহিতাঃ২০
অট্টট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুশুম্ভঃকোপংপরংযযৌ॥২১

নিজ ঘণ্টাস্বনে দেবী পূরিলেন দিঙ্‌মণ্ডল,
হততেজ করি তাহে সমস্ত দানব বল। ১৮
সিংহ ছাড়ি মহানাদ, মহামদ করিগণ,
পরিপূর্ণ দশদিক্ করিল পৃথ্বী গগণ। ১৯
লম্ফ দিয়া কালী করে করিলেন বিতাড়িত,
গগণ পৃথিবী, করি পূর্ব্বনাদ তিরোহিত। ২০
হাসিলেন শিবদূতী অশিব অট্টট্ট হাসি।
সে অসুর ত্রাস শব্দে শুম্ভ কোপে অগ্নিরাশি। ২১

দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহ্রাবাম্বিকা যদা ।
তদা জয়েত্যভিহিতংদেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ২২
শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতি ভীষণা ।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া॥২৩
সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরং ।
নির্ঘাত নিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে২৪
শুম্ভ মুক্তাঞ্ছরান্দেবী শুম্ভস্তৎপ্রহিতাঞ্ছরান্ ।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥২৫॥

" তিষ্ঠ তিষ্ঠ " —দুরাত্মাকে কহিলা অম্বিকা যবে,
" জয়া " নাম দিলা তাঁকে আকাশস্থ দেব সবে । ২২
শুম্ভ নিক্ষেপিত শক্তি বিভীষণা প্রজ্বলিত
বহ্নি আভা, হলো মহা উল্কা অস্ত্রে নিবারিত । ২৩
শুম্ভ সিংহনাদে ব্যাপ্ত করি লোকত্রয়ান্তর
নিস্বন—নির্ঘাত ঘোরে জিনিল, হে পৃথ্বীশ্বরে ! ২৪
শুম্ভ ত্যক্ত শর দেবী, শুম্ভ তাঁর শরগণ;
কাটিল্ স্ব উগ্রশরে শত শত অগণন । ২৫

ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তং।
স তদাভিহতো ভূমৌমূর্চ্ছিতোনিপপাত হ॥২৬
ততো নিশুম্ভঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাত্তকার্ম্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীংকেশরিণং তথা॥২৭
পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনামযুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাং ॥২৮॥
ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানিচক্রাণিস্বশরৈঃ সায়কাংশ্চতান্॥২৯

তখন চণ্ডিকা ক্রোধে করিলা শূল প্রহার
আহত মূর্চ্ছিত ভূমে পড়িল সে দুরাচার। ২৬
নিশুম্ভ চেতনা পেয়ে কার্ম্মুক করি গৃহিত,
কালীকেশরীকে শরে করিলেক আঘাতিত। ২৭
পুনশ্চ অযুত বাহু সৃজিয়া দনুজেশ্বর,
চণ্ডিকার চক্রাযুধে ছাইল দিতিজবর। ২৮
তবে ক্রুদ্ধা ভগবতী দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী,
সে চক্র সায়ক সব কাটিলা শরে তখনি। ২৯

ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ॥৩০
তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে ॥৩১॥
শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দ্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা ॥৩২॥
ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ॥৩৩

দৈত্যসেনা সমাবৃত নিশুম্ভ তখন ধায়
সবেগে লইয়া গদা বধিবারে চণ্ডিকায়। ৩০
কাটিলা চণ্ডিকা শীঘ্র সেই গদা নিক্ষেপিত
শিরধার খড়্গে, শূল হইল তবে গৃহিত। ৩১
আসিতেছে শূল হস্তে নিশুম্ভ অমরার্দ্দন,
চণ্ডিকা বিঁধিলা বেগে হৃদয় শূলে তখন। ৩২
শূলে ভিন্ন বক্ষ হ'তে জনমি পুরুষ আর—
মহাবল মহাবীর্য কহে 'তিষ্ঠ" বারম্বার। ৩৩

তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবত্ততঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ভুবি॥৩৪
ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রদংষ্ট্রাক্ষুণ্ণশিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্॥৩৫
কৌমারী শক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্ম্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ॥৩৬
মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি॥৩৭॥

সহাস্য আস্যেতে খড়্গে কাটিলেন শির তার,
হইল তখন সেই ভূমিতলে নিপতিত। ৩৪
তখন খাইল সিংহ উগ্রদন্তে শিরোধর,
খাইলা অসুরে কালী, শিবদূতী তথাপর। ৩৫
কৌমারী শক্তিতে ভিন্ন করে মহাসুরচয়,
মন্ত্রপূত জলে অন্যে ব্রহ্মাণী করিল জয়। ৩৬
অপর ত্রিশূলে ভিন্ন করিলেন মাহেশ্বরী।
ফেলিল বারাহী ভূমে তুণ্ডাঘাতে চূর্ণ করি। ৩৭

খণ্ড খণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রি হস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাপরে॥৩৮॥
কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদূতী মৃগাধিপৈঃ॥৩৯
ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে নিশুম্ভবধঃ সমাপ্তঃ।

চক্রে খণ্ড খণ্ড করে বৈষ্ণবী দানব যত,
ঐন্দ্রাণী হস্তাগ্র-মুক্ত বজ্রে অন্যে করে হত। ৩৮
বিনষ্ট অসুর কেহ, কেহ যুদ্ধে পলায়িত,
কালী শিব দূতী সিংহে হইল অন্য ভক্ষিত। ৩৯

ইতি নিশুম্ভ বধ নামক নবম মাহাত্ম্য।

দশম মাহাত্ম্য।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ঋষিরুবাচ।

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা। ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতং।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্বচঃ॥১॥
বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী॥২॥

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

হত প্রাণসম ভ্রাতা নিশুম্ভ করি দর্শন,
হত সৈন্যগণ,—ক্রুদ্ধ কহিল শুম্ভ তখন। ১
" বলোন্মত্তা দুষ্টে! দুর্গে! হইওনা গরবিনী।"
অন্য বলাশ্রয়ে তুমি যুঝিছ অতি মানিনী। ২

দেব্যুবাচ।

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥৩॥
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখালয়ং।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা॥৪

দেব্যুবাচ।

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎসংহৃতং ময়ৈকৈবতিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরোভব॥৫॥

দেবী কহিলেন।

এ জগতে একা আমি কে মম দ্বিতীয়া আর?
আমাতে পশিছে দেখ বিভূতিচয় আমার। ৩
ব্রহ্মাণী প্রমুখ তবে সমস্ত সে দেবীগণ,
গেল দেবী দেহে, রৈ'ল অম্বিকা একা তখন। ৪

দেবী কহিলেন।

বহু বিভূতির রূপে ছিনু যাহে, অতঃপর
হরিলাম, একা আমি, যুদ্ধে থাক স্থিরতর। ৫

ঋষিরুবাচ।

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণং ॥৬॥
শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ভূয়ঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করং ॥৭॥
দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতীঘাতকর্ত্তৃভিঃ॥৮॥

ঋষি কহিলেন।

দেবীর শুম্ভের তরে হইল দারুণ রণ।
যুঝিল সকল দেব, সকল অসুর গণ। ৬
শিত শস্ত্রে দারুণাস্ত্রে, বরিষণ করি শর,
হলো যুদ্ধ পুনঃ পুনঃ সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর। ৭
দিব্য অস্ত্র শত শত বর্ষিলা অম্বিকা যাহা,
অস্ত্র প্রতিঘাতে সব ভাঙ্গিল দৈতেন্দ্র তাহা। ৮

মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী ।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্র হুংকারোচ্চারণাদিভিঃ ॥৯॥
ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবীধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ১০
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে ।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাং॥১১॥
ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ ।
অভ্যধাবত্তদা দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ॥১২॥

তার কর-মুক্ত যত দিব্যাস্ত্র পরমেশ্বরী
ভাঙ্গিল লীলায়, উগ্র হুহুঙ্কার শব্দ করি । ৯
করিল দেবীকে শরে সে অসুরে আচ্ছাদন,
কাটিলা কুপিতা দেবী অস্ত্রতার শরাসন । ১০
ছিন্ন হ'লে ধনু, দৈত্য করিল শক্তি গ্রহণ,
কাটিলেন চক্রে দেবী তাও করে সেইক্ষণ । ১১
শত-চন্দ্র-ভানু-প্রভা লইয়া খড়্গ তখন,
ধাইল দেবীর প্রতি দৈত্যপতি ক্রুদ্ধ মন । ১২

তস্যাপততঁ এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্ব্বাণৈশ্চর্ম্ম চার্ককরামলং॥১৩॥
হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ॥১৪॥
চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাংমুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্॥১৫
স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবীতলেনোরস্যতাড়য়ৎ॥১৬

চণ্ডিকা কাটিলা শীঘ্র সেই খড়্গ আপতিত,
ধনুর্মুক্ত-শিতবাণে—চর্ম্ম-অর্ক-প্রভান্বিত। ১৩
হত অশ্ব, বিসারথী, ছিন্ন ধনু দৈত্যবরে
লইল মুদ্গর ঘোর, অম্বিকা নিধন তরে। ১৪
মুদ্গর পতনোন্মুখ কাটিলা নিশিত শরে,
তথাপি ধাইল দৈত্য তুলি মুষ্টি বেগবরে। ১৫
দেবীর হৃদয়ে মুষ্টি প্রহারিল দৈত্যনাথ,
দেবী উরসেতে তার করিলা চপেটাঘাত। ১৬

তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ ॥১৭॥
উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা॥১৮॥
নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরং।
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকং ॥১৯॥
ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে॥২০॥

সে প্রহারে অভিহত মহীতলে নিপতিত
হ'য়ে দৈত্যরাজ শীঘ্র হইল পুনঃ উত্থিত। ১৭
দেবীকে আকাশে লক্ষে করিল সে উত্তোলন,
তথাপি সে নিরাধারা চণ্ডিকা করিলা রণ। ১৮
দৈত্য চণ্ডিকায় যুদ্ধ আকাশেতে পরস্পর
হলো সিদ্ধ মুনিদের প্রথমে বিস্ময়কর। ১৯
অম্বিকার সহ যুদ্ধ করি তবে মহাবলে,
লম্ফ দিয়া ঘুরাইয়া নিক্ষেপিল মহীতলে। ২০

স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥২১॥
তমায়ান্তং ততো দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরং।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥২২
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্সকলাং পৃথ্বীংসাব্ধিদ্বীপাংসপর্ব্বতাং২৩
ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ ॥২৪॥

পড়িলে ধরণী পৃষ্ঠে, তুলি মুষ্টি বেগভরে
ধাইল দুষ্টাত্মা ক্রোধে, অম্বিকা নিধন তরে। ২১
দেখি সমাগত দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বর
শূলে বিদারিয়া বক্ষ ফেলিলা অবনীপর। ২২
মরিল সে পড়ি ভূমে দেবী শূলাগ্র বিক্ষত।
কাঁপিল সকল পৃথ্বী সসিন্ধু-দ্বীপ-পর্ব্বত। ২৩
হত হ'লে দুরাত্মন্ প্রসন্ন হইল ভব।
জগত লভিল স্বাস্থ্য, নির্ম্মল হইল নভঃ। ২৪

উৎপাতমেঘাঃসোল্কা যে প্রাগাসংস্তেশমংযযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে॥২৫॥
ততোদেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
বভুবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বাললিতং জগুঃ।
অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥২৬
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্ জনিতস্বনাঃ॥২৭॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভবধঃ সমাপ্তঃ।

উল্কাসহ মেঘোৎপাত হলো সব প্রশমিত,
নিরাপদ নদী, পথ. হইলে সে নিপতিত। ২৫
সর্ব্ব দেবগণ তবে হলো হর্ষান্বিত মন,
আনন্দে ললিত বাদ্য, হইলে তার নিবন,
বাজাইল গন্ধর্ব্বেরা ; নাচিল অপ্সরাগণ। ২৬
বহিল পুণ্য বাতাস সুখ প্রভা আখণ্ডল,
জ্বলিল শান্ত অনল, শান্ত দিক্ কোলাহল। ২৭

ইতি শুম্ভ বধ নামক দশম মাহাত্ম্য।

একাদশ মাহাত্ম্য।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ঋষিরুবাচ।

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে-
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাং।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্ট লব্ধা-
দ্বিকাশিবক্ত্রাশ্চ বিকাশিতাশাঃ ॥১॥

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

মহা অসুরেন্দ্র হত হলে, তবে ইন্দ্র সহ
বহ্নি পুরোগামী সুরগণ,
করে স্তুতি কাত্যায়নী,—হর্ষ বিকশিত আশা,
ইষ্ট লভি প্রফুল্ল বদন। ১

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥২॥

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥৩॥

দেবি দুঃখহরা হরে! প্রসীদ,—প্রসীদ মাতঃ!
হে অখিল জগত জননি!
প্রসীদ হে বিশ্বেশ্বরি, রক্ষ বিশ্ব তুমি দেবি!
চরাচর ঈশ্বরী আপনি।২

একা তুমি জগতের হইয়া আধারভূতা
মহীরূপে আছ অবস্থিত,
জলরূপে করি স্থিতি, অলঙ্ঘ্য বীর্য্যেতে তব
কর সর্ব্ব বিশ্ব আপ্যায়িত। ৩

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেত
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥৪॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃস্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥৫॥

তুমি হে বৈষ্ণবী শক্তি, অনন্ত বীর্য্যশালিনী,
মায়া বিশ্ববীজ সনাতন,
সকলি মোহিত দেবি! তোমা হ'তে, তব কৃপা।
জগতের মুক্তির কারণ। ৪

হে দেবি! সমস্ত বিদ্যা তোমার বিভিন্ন রূপ
তুমি জগতের স্ত্রী সকল;
তোমায় পূরিত একা; তুমি ভিন্ন আছে কিবা,
তব স্তব অত্যুক্তি কেবল। ৫

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী ।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥৬
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে ।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে ॥৭॥
কালাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি ।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নামোস্তুতে॥৮॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সার্ব্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোস্তুতে॥৯॥

সর্ব্বভূতা যবে দেবী স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনী,
তুমি স্তুতা আর কেবা পরমোক্ত স্বরূপিনী । ৬
সকলের বুদ্ধিরূপে হৃদয়ে স্থিতি তোমার
স্বর্গ মোক্ষ প্রদায়িনি ! নারায়ণি ! নমস্কার । ৭
পরিণাম প্রদায়িনী, কলাপল রূপ যার,
বিশ্বের পরমাশক্তি, নারায়ণি নমস্কার । ৮
সর্ব্বার্থ সাধিকে শিবে ! হে সর্ব্ব মঙ্গলাধার !
শরণ্যে ! ত্র্যম্বকে ! গৌরি ! নারায়ণি ! নমস্কার । ৯

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥১০॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে॥১১॥
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে॥১২
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোস্তুতে ॥১৩॥

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তিভূতা মূলাধার
গুণাশ্রয়া, গুণময়ী, নারায়ণি! নমস্কার। ১০
শরণাগত দীনার্ত্ত তুমিই কর উদ্ধার,
সর্ব্ব দুঃখ হরে দেবি! নারায়ণি! নমস্কার। ১১
ব্রহ্মাণী রূপ ধারিণী হংসযুক্ত রথ যাঁর,
কুশা-জল-বরষিণি! নারায়ণি! নমস্কার। ১২
শূল-চন্দ্র-অহি-ধরে! বৃষভ বাহন যাঁর,
মাহেশ্বরী স্বরূপেতে—নারায়ণি! নমস্কার। ১৩

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥১৪
শঙ্খচক্র গদাশার্ঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥১৫॥
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥১৬॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণহন্তুং দৈত্যান্কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোস্তুতে॥১৭॥

ময়ূর কুক্কুটাবৃতা মহাশক্তি নির্ব্বিকার,
কৌমারী রূপ ধারিণী, নারায়ণি! নমস্কার। ১৪
শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, পরম আয়ুধ যাঁর,
প্রসীদ বৈষ্ণবী-রূপে! নারায়ণি! নমস্কার। ১৫
উগ্র মহাচক্র ধরা, ধরার দন্তে উদ্ধার
করিলে বরাহ রূপে, নারায়ণি! নমস্কার। ১৬
উগ্র নৃসিংহের রূপে করিয়া দৈত্য সংহার
ত্রৈলোক্য করিলে ত্রাণ, নারায়ণি! নমস্কার। ১৭

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোস্তুতে ॥১৮॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥১৯॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥২০॥
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥২১॥

কিরীটিনি! মহাবজ্রে! সহস্র নয়ন যাঁর,
বৃত্র-প্রাণ-হরা-ঐন্দ্রি! নারায়ণি! নমস্কার। ১৮
শিবদূতী স্বরূপেতে বধিলে দৈত্য অপার,
ঘোররূপা, মহারাবা, নারায়ণি! নমস্কার। ১৯
দংষ্ট্রা-করাল-বদনে! শিরোমালা অলঙ্কার,
চামুণ্ডে! মুণ্ডমথিনি! নারায়ণি! নমস্কার। ২০
লক্ষ্মি, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা, সার,
মহারাত্রি, মহাদিবা, নারায়ণি! নমস্কার। ২১

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোস্তুতে২২
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহিনোদেবি দুর্গেদেবি নমোস্তুতে॥২৩
এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতং।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃকাত্যায়নি নমোস্তুতে২৪
জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনং।
ত্রিশূলংপাতুনো ভীতের্ভদ্রকালি নমোস্তুতে॥২৫

মেধে! সরস্বতি! বরে! সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংশ আর,
নিয়তি! প্রসন্না হও, নারায়ণি! নমস্কার। ২২
সর্ব্বরূপা, সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্বশক্তি মা তোমার;
ভয়ে ত্রাণ কর দুর্গে! নারায়ণি! নমস্কার। ২৩
লোচন-ত্রয় ভূষিত বদন সৌম্য তোমার,
রক্ষ সর্ব্ব ভূত হ'তে, কাত্যায়নি! নমস্কার। ২৪
অত্যুগ্র-জ্বালা-করাল, অশেষ দৈত্য সংহার—
ত্রিশূলেতে রক্ষ ভীতে, ভদ্রকালি! নমস্কার। ২৫

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সাঘণ্টাপাতুনোদেবিপাপেভ্যো নঃ সুতানিব২৬
অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ং২৭
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রযান্তি ॥২৮॥

নাশিল যে দৈত্যতেজ, জগত পূরিয়া স্বনে,
সে ঘণ্টায় পাপ হ'তে রক্ষ দেবি! সুতগণে। ২৬
দৈত্য-রক্ত-বসা-পঙ্কে-চর্চ্চিত খড়্গো উজ্জ্বল
কর শুভ হে চণ্ডিকে! আমরা নমি সকল। ২৭
তুষ্টা হ'লে, রোগ বিনাশ সকল;
রুষ্টা হ'লে, সর্ব্ব কামনা বিফল।
তব আশ্রিতেরা অবিপন্ন সদা;
তবাশ্রিতে পায় আশ্রয় কেবল। ২৮

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য ·
ধর্ম্মাদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্ব্বহুধাত্মমূর্ত্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকোরতি কান্যা ॥২৯॥
বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদ্বীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥৩০॥

দেবি! ধর্ম্মদ্বেষী মহাসুরগণ,
এই তুমি অদ্য করিলে সংহার
অনেক রূপেতে, বহু মূর্ত্তি ধরি,—
হে অম্বিকে! অন্য কেবা পারে আর। ২৯
শাস্ত্রে ও বিদ্যায় আদ্যজ্ঞান দীপে,
বাক্যেতেও অন্য আছে কেবা আর?
মমতা গুহায়, মোহ অন্ধকারে,
ঘুরাইছ অতি এ বিশ্ব সংসার।' ৩০

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥৩১॥
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥৩২॥

রক্ষ যথা উগ্রবিষ নাগগণ,
যথা অরিগণ, যথা দস্যু বল।
দাবানল যথা, তথা সিন্ধু গর্ভে,
রক্ষা কর তুমি এ বিশ্বমণ্ডল। ৩১
বিশ্বেশ্বরি! তুমি পাল এই বিশ্ব,
বিশ্ব আত্মা, কর এ বিশ্ব ধারণ;
বিশ্ব-ঈশ্বরের বন্দনীয়া তুমি,
বিশ্বের আশ্রয় তব ভক্তগণ। ৩২

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥৩৩॥
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদাভব৩৪

দেব্যুবাচ।

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকং॥৩৫॥

অরিভীত আমাদেরে প্রসন্ন হইয়া
রক্ষ নিত্য, যথা দৈত্য বধিয়া এখন।
সর্ব্ব জগতের পাপ কর প্রশমিত,
উৎপাতজনিত মহা অমঙ্গলগণ। ৩৩
প্রণতে প্রসন্ন হও, বিশ্ব-দুঃখ-বিনাশিনি।
ত্রৈলোক্য-বাসী-আরাধ্যে! ত্রিলোক বর দায়িনী। ৩৪

দেবী কহিলেন।

দিব বর, সুরগণ যেই বর মনে ধরে
ইচ্ছা কর, দিব আমি জগত হিতের তরে। ৩৫

দেবা উচুঃ।

সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনং ॥৩৬॥

দেব্যুবাচ।

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভোনিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতেমহাসুরৌ ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥৩৮॥

দেবগণ কহিলেন।

ত্রৈলোক্য-অখিলেশ্বরি! সর্ব্ব বাধা প্রশমিত
কর, এইরূপে করি সুরবৈরি বিনাশিত। ৩৬

দেবী কহিলেন।

অষ্টাবিংশতি যুগেতে, বৈবস্বত মন্বন্তরে,
শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম হ'বে যবে নামান্তরে,। ৩৭
নন্দ গোপ গৃহে জন্মি পুণ্যগর্ভে যশোদার,
বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী, করিব সব সংহার। ৩৮

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্ ॥৩৯
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ॥৪০॥
ততোমাং দেবতাঃস্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাং ॥৪১॥
ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতাভূমৌ. সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা॥৪২

পুনরপি অতি রৌদ্র রূপেতে পৃথিবী তলে
অবতরি বিনাশিব বৈপ্রচিত্ত দৈত্যদলে। ৩৯
বিপ্রচিত্ত বংশোদ্ভব ভক্ষি মহাসুরগণ
হব আমি রক্তদন্তা দাড়িম্ব-কুসুমোপম। ৪০
তখন দেবতা স্বর্গে, মর্ত্ত্যেতে মানব যত,
কহিবে রক্ত-দন্তিকা আমায় পূজি সতত। ৪১
শত বর্ষ অনাবৃষ্টি হইবে আবার যবে
মুনিস্তুতা হয়ে জন্ম লব অযোনিজা ভবে। ৪২

ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মান্ততঃ॥৪৩॥
ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥৪৪
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং।
(দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নামভবিষ্যতি)৪৫

শত নেত্রে আমি তবে নিরখিব মুনিগণ,—
শতাক্ষী বলিয়া নর গাইবেক কীর্ত্তি মম। ৪৩
জীবন-ধারক শাকে—আপন দেহ-সম্ভব—
আবৃষ্টিতে দেবগণ! পালিব অখিল ভব। ৪৪
শাকম্ভরী নামে খ্যাতি ভূতলে লভি তখন,
দুর্গমাখ্য মহাসুর বিনাশিব করি রণ,—
দুর্গাদেবী নাম তবে হইবে বিখ্যাত মম। ৪৫

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥৪৬
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥৪৭
যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্‌পদং ৪৮
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরং।
ভ্রামরীতি চ মাংলোকস্তদা স্তোষ্যন্তিসর্ব্বতঃ৪৯

যাব ভীম রূপ ধরি হিমাচলে পুনর্ব্বার
মুনিদের ত্রাণ হেতু করিব রক্ষ সংহার, ৪৬
তুষিবে আমায় সবে নম্রমুর্ত্তি মুনিগণ,—
ভীমাদেবী নাম মম হইবে খ্যাত তখন। ৪৭
অরুণাখ্য মহাবাধা ত্রিলোকে করিবে যবে
ষট্‌পদ ভ্রমর রূপ গ্রহণ করিব তবে। ৪৮
ত্রিলোকের হিত তরে বধিব অসুরগণ,
ভ্রামরী নামেতে তবে তুষিবেক সর্ব্বজন। ৪৯

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং॥৫০॥
ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে নারায়ণিস্তুতির্নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

এরূপে দানবগণ ঘটাবে বাধা যখন
অবতীর্ণা হয়ে আমি বিনাশিব শত্রুগণ। ৫০

ইতি নারায়ণী-স্তুতি—নামক একাদশ মাহাত্ম্য।

দ্বাদশ মাহাত্ম্য।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

দেব্যুবাচ।

এভিস্তবৈশ্চমাং নিত্যংস্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ং॥১॥
মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনং।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥২॥

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

দেবী কহিলেন।

এই স্তবে আমাকে যে নিত্য তোষে সমাহিত,
তাহার সকল বিঘ্ন বিনাশি আমি নিশ্চিত। ১
মধু কৈটভের নাশ, মহিষাসুর-ঘাতন,
শুম্ভ নিশুম্ভের বধ তথা, যে করে কীর্ত্তন, ২

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমং॥৩
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনং॥৪॥
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥৫॥
তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ৬

অষ্টমী কি চতুর্দ্দশী নবমীতে একমন
শুনে যেই ভক্তগণ মাহাত্ম্য মম উত্তম, ৩
তাদের দুষ্কৃত কিছু, আপদ দুষ্কৃতোত্থিত,
না ঘটে, ইষ্ট-বিয়োগ, দরিদ্রতা কদাচিত। ৪
শত্রুভয় নাহি তার, নাহি দস্যু-রাজ-ভয়,
অস্ত্রানলে, জলে, কভু আহত সে নাহি হয়।৫
মঙ্গল মাহাত্ম্য মম করি চিত্ত সমাহিত,
পড়িবে, শুনিবে সদা হয়ে ভক্তি সমন্বিত। ৬

উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্ ।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥৭॥
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্নিত্যমায়তনে মম ।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতং৮
বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে ।
সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব চ ॥৯॥
জানতাহজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাং ।
প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহংপ্রীত্যাবহ্নিহোমং তথাকৃতং১০

মহামারী সমুদ্ভূত অশেষ বিপদচয়,
ত্রিবিধ উৎপাত, মম মাহাত্ম্যে শমিত হয়। ৭
যে ইহা সম্যক্ পড়ে নিত্য নিজ নিকেতনে,
না ছাড়ি তাহাকে, থাকি সতত তার সদনে। ৮
বলিদানে, অগ্নিকার্য্যে, পূজায় বা মহোৎসবে
সদা মম এ চরিত কহিবে শুনিবে সবে। ৯
বলি পূজা করি দান, জানত কি অজ্ঞানত,
প্রীতি ইচ্ছে করি মম বহ্নি হোম সেই মত, ১০

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥১১
সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥১২॥
শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্॥১৩॥
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলংপুংসাংমাহাত্ম্যং মমশৃণ্বতাং॥১৪

শরৎকালে মহাপূজা বার্ষিক করে যে জন,
তথা এ মাহাত্ম্য মম শুনে ভক্তিপরায়ণ, ১১
সর্ব্ব বিঘ্ন বিনির্ম্মুক্ত, ধন ধান্য সুতান্বিত
হয় নরগণ সবে প্রসাদে মম নিশ্চিত। ১২
শুনি এ মাহাত্ম্য মম, উৎপত্তি মঙ্গলময়;
লভে যুদ্ধে পরাক্রম পুরুষশ্রেষ্ঠ নির্ভয়। ১৩
রিপুগণ ক্ষয়প্রাপ্ত, কল্যাণ হয় বর্দ্ধিত,
শুনিলে মাহাত্ম্য, কুল সমৃদ্ধ হয় নিশ্চিত। ১৪

শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥ ১৫
উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥ ১৬ ॥
বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকং ।
সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমং ॥ ১৭ ॥
দুর্ব্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরং ।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনং ॥ ১৮

সর্ব্ব শান্তি কর্ম্মে, হলে দুঃস্বপন দরশন,
উগ্র-গ্রহ পীড়াকালে শুনিবে মাহাত্ম্য মম। ১৫
নিদারুণ গ্রহপীড়া, শান্তি হয় রোগচয়,
মন্দের দুঃস্বপ্ন ঘুচি সুস্বপ্ন উদয় হয়। ১৬
শিশুদের বালগ্রহ রোগ করে প্রশমন,
ঘুচিয়া শত্রুতা ঘোর মিত্রতা হয় উত্তম। ১৭
মহা বলহানিকর অশেষ দুর্বৃত্তচয়,
রক্ষ, ভূত, পিশাচেরা, পঠনেই নষ্ট হয়। ১৮

সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকং।
পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ॥ ১৯
বিপ্রাণাংভোজনৈর্হোমৈঃপ্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশং
অন্যৈশ্চবিবিধৈর্ভোগৈঃপ্রদানৈর্ব্বৎসরেণ যা॥২০
প্রীতির্ম্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎসুচরিতেশ্রুতে।
শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি২১
রক্ষাং করোতিভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম।
যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্।
তস্মিন্শ্রুতে বৈরিকৃতংভয়ংপুংসাংনজায়তে২২

সর্ব্বত্রে মাহাত্ম্য এই সুখ-বিধায়ক মম
পশু, পুষ্প, অর্ঘ, ধূপ, সুগন্ধ দীপে উত্তম ;১৯
বিপ্রের ভোজনে, হোমে, দিবানিশি শুদ্ধতম,
পাইলে বৎসর ভোগ হয় যেই প্রীতি মম, ২০
সে প্রীতি শুনিলে হয় বারেক এ সুচরিত।
শুনিলেই হরে পাপ, হয় রোগ প্রশমিত। ২১
রক্ষা করে ভূত হ'তে আমার জন্ম কীর্ত্তন,
যুদ্ধে রক্ষে এ চরিত দুষ্ট-দৈত্য-বিনাশন,
শুনিলে'ত বৈরি-ভয় নাহি ঘটে কদাচন। ২২

যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তিশুভাং মতিং॥২৩
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ ।
দস্যুভির্ব্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহিতোবাপিশত্রুভিঃ২৪
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেনবাজ্ঞপ্তোবধ্যোবন্ধগতোহপিবা২৫
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে ।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে॥২৬॥

তোমরা ও ব্রহ্মর্ষিরা করিয়াছ স্তুতি যাহা,
যে স্তুতি করেছে ব্রহ্মা দিবে শুভমতি তাহা । ২৩
অরণ্যে, প্রান্তরে, কিবা দেবাগ্নি পরিবেষ্টিত,
দস্যুতে বেষ্টিত শূন্যে, কিবা শত্রু করে ধৃত ২৪
সিংহ, ব্যাঘ্র, বনহস্তী করে যদি বিতাড়িত,
রাজ ক্রোধে দণ্ডপ্রাপ্ত হয় বধ্য কি বন্দীত । ২৫
বাতে বিঘূর্ণিত কিবা, মহার্ণবে পোতে স্থিত ;
সংগ্রামে দারুণ শস্ত্রে হয় যদি নিপতিত ; ২৬

সর্ব্বাবাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দ্দিতোঽপি বা।
স্মরন্মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥২৭॥
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা।
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥২৮॥

ঋষিরুবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥২৯॥

ঘোর সর্ব্ব বিপদেতে ব্যথিত, হলে পীড়িত ;—
হয় বিঘ্ন-মুক্ত সব স্মরিলে মম চরিত। ২৭
আমার প্রভাবে সিংহ দস্যু কিম্বা বৈরিগণ,
স্মরিলে চরিত মম, দূরে করে পলায়ন। ২৮

ঋষি কাহলেন।

ইহা কহি ভগবতী দর্শক দেবতা স্থান,—
চণ্ডিকা, চণ্ড বিক্রমা,—হইলেন অন্তর্দ্ধান। ২৯

তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা।
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ॥৩০॥
দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি।
জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে।
নিশুম্ভে চ মহাবীর্য্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ॥৩১
এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্॥৩২॥

এনিরাতঙ্ক দেবগণ যথা-পূর্ব্ব অধিকার,
যজ্ঞভাগ করে ভোগ হইলে অরি সংহার। ৩০
দেবরিপু, বিশ্ব-ধ্বংসী, অতুল উগ্র-বিক্রম,
মহাবীর্য্য শুম্ভ আর নিশুম্ভ হলে নিধন
দেবী করে, পাতালেতে গেল শেষ দৈত্যগণ। ৩১
এইরূপে ভগবতী পুনঃ পুনঃ সর্ব্বক্ষণ
জগৎপালন করে লভেন, ভূপ! জনম। ৩২

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে ॥
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিংপ্রযচ্ছতি৩৩
ব্যাপ্তন্তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥৩৪॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈবকালেসনাতনী৩৫
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্ব্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথাঽলক্ষ্মীর্ব্বিনাশায়োপজায়তে৩৬

বিশ্বের প্রসূতি তিনি, তাঁহাতে বিশ্ব মোহিত,
করেন পূজিতা হ'লে জ্ঞানোন্নতি প্রদানিত। ৩৩
মহামারি স্বরূপেতে মহাকালী চরাচর
করেন সকল ব্যাপ্ত মহাকালে, নৃপবর! ৩৪
তিনি কালে মহামারী, তিনি সৃষ্টি-প্রসবিনী,
রক্ষেণ সকল ভূত, কালে সেই সনাতনী। ৩৫
নরের উন্নতি কালে লক্ষ্মী-বৃদ্ধি-প্রদায়িনী,
বিনাশ সময়ে তথা অলক্ষ্মী-ধ্বংস-কারিণী। ৩৬

স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতিবিত্তং পুত্রাংশ্চমতিং ধর্ম্মে তথাশুভাম্ ৩৭

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভবধঃ সমাপ্তঃ।

পুষ্প, ধূপ, গন্ধাদিতে করিলে পূজা তাঁহার,
প্রদানেন বিত্ত, পুত্র, ধর্ম্মে মতি শুভ আর। ৩৭

ইতি শুম্ভ-নিশুম্ভ—বধ—নামক দ্বাদশ মাহাত্ম্য।

ত্রয়োদশ মাহাত্ম্য।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

ঋষিরুবাচ।

এতত্তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবং প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া ॥১॥

চণ্ডিকাকে নমস্কার।

ঋষি কহিলেন।

কহিনু তোমায় ভূপ! দেবী মাহাত্ম্য উত্তম,
এরূপ প্রভাবা তিনি, করেন বিশ্ব ধারণ;—
বিষ্ণু মায়ায় বিদ্যা করেন সৃষ্টি তেমন। ১

তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ।
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে॥২
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃনাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥৩॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।
প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং শংসিতব্রতং॥৪॥

তুমি, এই বৈশ্য আর অন্য অবিবেকীগণ
মোহিছেন, মোহিলেন, মোহিবেন অন্যজন। ২
শরণ্যা পরমেশ্বরী, লভ তাঁকে, নৃপবর!
ভোগ, স্বর্গ, মোক্ষ পায় মানব পূজিলে পর। ৩

মার্কণ্ডেয় কহিলেন।

তাঁহার বচন শুনি নরাধিপ সে সুরথ,
মহাভাগ সে ঋষিকে প্রণমি সংশিত ব্রত, ৪

নির্ব্বিণ্ণোঽতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণে ন চ।
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে।
সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ ॥৫॥
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।
তৌতস্মিন্‌পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিংমহীময়ীম্ ৬
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ॥৭॥

হৃতরাজ্য মমতায় অতীব বিষণ্ণ মন,
বৈশ্য সহ মহামুনে! করিল তপে গমন
নদী পুলিনেতে, অম্বা করিবারে সন্দর্শন।৫
বৈশ্যও করিল তপ জপি দেবী-মন্ত্রচয়,
দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি পুলিনে সৃজি উভয়। ৬
পুষ্পে, ধূপানলে, তাঁর করিল পূজা তর্পণে,
নিরাহারে, স্বল্পাহারে, সমাহিত একমনে। ৭

দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাস্রৃগুক্ষিতং।
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্য্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা ॥৮॥

দেব্যুবাচ।

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাংসর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ॥৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ॥১০

নিজ গাত্র-রক্ত দিয়া দিল বলি দুই জনে,
আরাধিল এইরূপে ত্রিবর্ষ সংযত মনে
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষ কহে তখন। ৮

দেবী কহিলেন।

যাহা চাহ তুমি ভূপ! তুমিও বৈশ্যনন্দন!
পরিতুষ্টা দিব আমি, প্রাপ্ত হও দুই জন। ৯

মার্কণ্ডেয় কহিলেন।

মাগিল অক্ষয় রাজ্য অন্য জন্মে নৃপবরে,
ইহজন্মে নিজ রাজ্য বলে শত্রু হত ক'রে। ১০

সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণমানসঃ
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকং॥১১॥

দেব্যুবাচ।

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি॥১২॥

মৃতশ্চ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাদ্বিবস্বতঃ।
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি॥১৩॥

বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি॥১৪

দুঃখিত মানস বৈশ্য মাগিলেক বরদান—

আমার কি, আমি কিবা,—আসক্তি-নাশক জ্ঞান। ১১

দেবী কহিলেন।

স্বল্পায়াসে স্বীয় রাজ্য কর লাভ নৃপবর!

অশত্রু, অক্ষয়, রাজ্য কর লাভ জন্মান্তর।১২

মরি, পুনঃ লভি জন্ম হ'তে দেব বিবস্বন,

সাবর্ণিক মনু নামে খ্যাত হবে ত্রিভুবন। ১৩

বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! মম কাছে যে বর তব বাঞ্ছিত,

দিনু তাহা, সিদ্ধি হেতু পাবে জ্ঞান সমুচিত। ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দ্দেবী যথাভিলষিতং বরং ।
বভূবান্তর্হিতাসদ্যোভক্ত্যাতাভ্যামভিষ্টুতা ॥১৫॥
এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥১৬॥ওঁ

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্ ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন।

এইরূপে দেবী, বর প্রদানি অভিলষিত,
ভক্তিতে পূজিলে তারা, হইলেন অন্তর্হিত। ১৫
এইরূপে পেয়ে বর সুরথ ক্ষত্রিয়র্ষভ
লভি সূর্য্যজন্ম, হ'লো মনু সাবর্ণি—সম্ভব। ১৬

ইতি দেবী মাহাত্ম্য সমাপ্ত ।